ভাব সম্প্রসারণ

প্রাথমিক আলোচনা

সংজ্ঞা ঃ ভাবের সুসঙ্গত সার্থক প্রসারণই ভাব সম্প্রসারণ। আবৃতকে উন্মোচিত, সংকেতকে নির্ণীত করে তুলনীয় দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ প্রবচনের সাহায্যে সহজ ভাষায় ভাবের বিন্দুকে বিস্তার সাধন করার নাম ভাব সম্প্রসারণ।

বৈশিষ্ট্য ঃ কখনও কখনও ভাবের ঐশ্বর্য সংহত ও নির্ভার হয়ে কবিতার বা গদ্যের সংক্ষিপ্ত আয়তনে প্রচ্ছন্ন থাকে। একটি পংক্তি বা একটি বাক্যে বীজের মত একটি ভাব সংহতরূপে বর্তমান থাকে। রূপক, সংকেত বা কোন শব্দগুচ্ছের আবরণে ভাবটি ঢাকা পড়ে থাকে বলে তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার জন্য নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার খোঁজ করতে হয়। প্রগাঢ় গাম্ভীর্যের আড়ালে লেখক গোপন করে রাখেন কোন তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি উন্মোচন করে তার বিস্তৃতি ঘটালেই পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

এ থেকে দেখা যায়, ভাব সম্প্রসারণ বলতে সাধারণত কোন মূল বক্তব্য বা মর্মকথাকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা বোঝায়। কখনও কখনও কোন ছোট আকারের কথার মধ্যে অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময় ভাব নিহিত থাকে। সে ভাবকে বড় করে আলোচনা করলেই তা ভাব সম্প্রসারণ নামে আখ্যাত হতে পারে।

লেখকেরা বক্তব্য বিষয় সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করার জন্য অর্থবহ করে ভাবের রূপ দেন। সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করার রীতি আছে সাহিত্যে। উপযুক্ত উপমা দিয়ে রসালো করে কবিসাহিত্যিকগণ যে বিষয় রূপায়িত করেন, তার বক্তব্য অনেক সময় সব পাঠকের কাছে সহজভাবে ধরা পড়ে না। এ অবস্থায় ভাবটিকে যদি সহজ করে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে সবার পক্ষেই তা বোঝা সম্ভব। ভাব সম্প্রসারণ সে উদ্দেশ্যই সফল করে।

সামান্য দুয়েকটি কথায় মূলভাব প্রকাশ করার রীতি মানুষ অনুসরণ করে। অনেক সময় লেখকেরা সে ভাব অলঙ্কারে উপমায় সাজিয়ে প্রকাশ করেন। তার আসল কথাটি লুকিয়ে থাকে কতিপয় শব্দে। মানুষের এই মনোভাবের ফলে সৃষ্ট হয়েছে নানারকম প্রবাদ প্রবচনের। এমনকি অনেক কবিতার পংক্তিও প্রবাদের মত ব্যবহৃত হয়ে মানুষের কাছে আদর পায়। এসব সংক্ষিপ্ত আকারের কথাই বিশ্লেষিত হয় ভাব সম্প্রসারণে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ সাধারণত পাঠককে লেখকের লেখার ভাব বোঝার জন্য কিছুটা চেষ্টা করতে হয়। ছোট আকারের কথার মধ্যে গভীর ভাব ফোটানোই লেখকের কৃতিত্ব। কিন্তু পাঠককে তা খুঁজে বের করতে হয়। ভাব খোঁজার এই কাজটি সহজ করার জন্যই ভাব সম্প্রসারণ। ভাবের ব্যঞ্জনা ইঙ্গিতের বাইরে এনে ভাব সম্প্রসারণের মাধ্যমে মূলকথা প্রকাশ করাই এর লক্ষ্য। ভাব সম্প্রসারণের ফলে বক্তব্য বিষয় সহজে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। এতে বিষয়ের জটিলতা দূর হয় এবং পাঠক বক্তব্যের মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়।

পদ্ধতি ঃ ভাব সম্প্রসারণের কাজটি সার্থক করতে হলে বিশেষ কয়টি নিয়ম মেনে চলা দরকার।

১. উদ্ধৃত অংশের ভাব সম্প্রসারণ করতে হলে অংশটি মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়ে সবটুকু বিষয় বুঝতে হবে। লেখকের রসঘন অর্থবহ রচনার মূল্যবান অংশ, মানুষের বহুদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত প্রবাদ এবং কবিগণের ভাবগর্ভ কবিতার উজ্জ্বল পংক্তি ইত্যাদি যেসব অংশ ভাব সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয় তার যথার্থ মর্ম বুঝতে পারলে আলোচনা সহজ হতে পারে। বারবার পড়লে কঠিন বিষয়ও সহজ মনে হবে।

২. ভাব সম্প্রসারণ করার সময় আসল কথাটি বাড়িয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রয়োজনীয় উপমা বা দৃষ্টান্ত এনে বক্তব্য বিষয়কে সহজ করে প্রসারিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় যুক্তি দিতে পারলে আলোচনার বিষয় পাঠকের কাছে সহজে ধরা পড়ে।

৩. ভাব সম্প্রসারণ করলে মূল অংশটি আলোচনার সাহায্যে যথেষ্ট বাড়াতে হয়। এই বাড়ানোর সময় যাতে অপ্রয়োজনীয় কথা ভিড় না করে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বড় করতে হবে বলে আলোচনায় অপ্রয়োজনীয় কথা সংযোজন করার দরকার নেই।

৪. আলোচনার সময় এক একটি ভাব নিয়ে এক একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে। সবটুকু অংশ যাতে একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৫. আলোচনাটি যাতে রসহীন মনে না হয় সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। সাহিত্যরস থাকলে যে কোন আলোচনা পাঠককে আনন্দ দেয়।

৬. ভাবের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. সব ধরনের রচনার দুটি দিক থাকে— বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গি। বক্তব্য যদি সুন্দর প্রকাশভঙ্গি লাভ করে তবে তা পাঠকের কাছে সমাদর পায়। ভাব সম্প্রসারণ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আলোচনা সহজ সরল ও পূর্ণাঙ্গ হয় এবং তার যেন সুন্দর আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গি থাকে।

৮. কাজটি যেহেতু ভাবের বিস্তার তাই কবি বা লেখকের নাম উল্লেখ করার কোন দরকার নেই।

৯. প্রবাদ-প্রবচনের সঠিক ব্যবহার লেখার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করে বলে তা গ্রহণযোগ্য।

১০. সম্প্রসারিত লেখার আয়তন হবে প্রদত্ত মান নির্ধারক নম্বর অনুযায়ী। সম্প্রসারণের ক্ষেত্র যথেচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এসব বিষয় অনুসরণ করে লিখলে 'ভাবের গুটিপোকা আবরণ ছিন্ন করে প্রসারণের প্রজাপতি' হতে পারে। ভাব সম্প্রসারণের কাজটি দৃষ্টান্ত ও যুক্তির সাহায্যে স্বাধীন বিন্যাসকর্ম। তাই তাকে মৌলিক রচনা বলে দাবি করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ভাব সম্প্রসারণের কতিপয় আদর্শ

১

সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ পরস্পরের উপকার সাধনের মধ্যে মানব জীবনের কর্তব্য ও সার্থকতা নির্ভরশীল। সংসারে মানুষকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। অপরের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই তখন জীবনের সফলতা আসবে।

মানুষ এই পৃথিবীতে পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করে। মানুষ একা চলতে পারে না। অপরের সাহায্যে তার জীবনযাপনে গতি সঞ্চারিত হয়। পারস্পরিক সমঝোতায় জীবন সুখকর হয়ে ওঠে। একজন অপর জনকে সহায়তা করলে জীবনে সুখভোগ করা সম্ভব। অপরদিকে যে মানুষ কেবল নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তার জীবন মানুষের কোন উপকারে আসে না। এই স্বার্থপর মানুষ অপরের কল্যাণ না করার মধ্যেই তার জীবনের সার্থকতা দেখতে পায়। পরের উপকারে আছে আনন্দ, আছে জীবনের সফলতা। তাই জীবনকে পরের উপকারে কাজে লাগাতে হবে। এই পরোপকারের মহান আদর্শ নিয়ে যদি মানুষ পরস্পরের উপকারে নিয়োজিত হয় তবে সমাজে নেমে আসে কল্যাণ এবং তাতেই সবার মঙ্গল নিহিত।

২

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব জীবনে ভালমন্দ সুখদুঃখ নিয়েই তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। জীবনের এই বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবিলা করেই মানুষকে বাঁচতে হয়। তার জীবনকে এর মধ্যে সমন্বয় করে বিকশিত করে তুলতে হয়।

পৃথিবীর জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নেই। তেমনি দুঃখও স্থায়ী হয়ে থাকে না। সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তেমনি জীবনে ভালমন্দ আর পাপপুণ্য পাশাপাশি বিরাজ করে। একটিকে ছেড়ে অপরটির কোন অস্তিত্ব নেই। সেজন্য এই সংসারে মানুষের জীবন এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। জীবনের সার্থক রূপায়ণের জন্য জীবনে সুখদুঃখ ভালমন্দ উভয়কেই ভোগ করতে হবে। সমভাবে যদি উভয়টিকে মোকাবিলা করা যায় তাহলে জীবন যথার্থই উপভোগ্য হয়ে উঠবে। তাই জীবনে ভাল বা মন্দ উভয়কেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতে হবে।

৩

সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সমস্যাসঙ্কুল সংসারের প্রতিকূল পরিবেশে আশার ওপর নির্ভর করেই মানবজীবনের দিনগুলো অতিবাহিত হয়। আশা মানুষের হৃদয়ে জীবনী শক্তি সঞ্চার করে। আশাই আগামী দিনের শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সাহসী পদসঞ্চারের জন্য মানবমনে নিরন্তর প্রেরণা যোগায়।

সাগরে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ উঠে বিক্ষুব্ধ করে রাখে তার বুক এবং তখন সেখানে জলযান পরিচালনা যেমন কঠিন ও কষ্টকর তেমনি সংসারও মানুষের কাছে জটিলতায় পরিপূর্ণ ও সঙ্কটে আকীর্ণ। সংসার সাগরের মতই প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের জীবনকে বেদনাকাতর করে তোলে। সংসার জীবনে জটিলতা আছে, আছে সমস্যা এবং সেসব মোকাবিলা করেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রয়োজন জাহাজের। সংসার সাগরেও তেমনি কোন অবলম্বন দরকার সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য। সংসারের এই অবলম্বন হচ্ছে মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা। বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে জীবন তার মধ্যে প্রেরণা যোগায় ভবিষ্যতের আশা। আজকের জীবনের সঙ্কট আর সমস্যা আগামী দিনে কেটে যাবে এই আশা নিয়ে মানুষ সংসার-সাগর পাড়ি দেয়। বর্তমানের বাস্তবতার চেয়ে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। একদিন সঙ্কট কেটে সুদিন আসবে এই আশায় মানুষ বর্তমানের গ্লানি উপেক্ষা করার চেষ্টা করে। আশা এভাবে তার জীবনী শক্তির সঞ্চার করে। আগামী দিনের সুখের স্বপ্ন আনে চোখে।

৪

অদৃষ্টেরে শুধালেম, "চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে ?"
সে কহিল, "ফিরে দেখ।" দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ অতীতের ওপর ভিত্তি করে মানুষের আগামী দিনের জীবন গড়ে ওঠে। অতীতই তাকে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। অতীতের সাথে সম্পর্ক নেই এমন জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতাই বর্তমানকে কর্মমুখর করে তোলে।

মানুষের জীবন একটি প্রবাহের মত সামনের দিকে ক্রমাগতই এগিয়ে চলছে। যা বর্তমান একদিন তা সহজেই অতীত হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ এসে বর্তমানের রূপ নেয়। আজ.যা বর্তমান, কাল তা অতীত। মানুষের জীবনের কার্যকলাপও বর্তমান থেকে অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে। মানুষের আজকের জীবনের কর্মমুখরতার যে অভিজ্ঞতা তা তার আগামী দিনের চলার পথকে সহজ করে। আজকের দিন অতীতে গিয়ে পড়ে। সে অতীত থেকে কাজের প্রভাব বর্তমানের চলমান জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করে। তাই মানুষ তার অতীতকে না ভুলে সেখানে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের পথ তৈরি করে। ব্যক্তিজীবনের মত জাতীয় জীবনেও অতীতের ঐতিহ্যের ওপর গড়ে ওঠে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

৫

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ বিচার কাজের মধ্যে যদি অপরাধীর প্রতি সহানুভূতির পরিচয় প্রকাশ পায় তবে সে বিচার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। কোন অপরাধের জন্য মানুষকে ঘৃণা না করে তার সংশোধনের সুযোগ দিতে পারলে বিচারের মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ হতে পারে।

মানব সমাজ থেকে অন্যায় অনাচার দূর করার জন্য বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। সামাজিক জীবনকে নির্মল ও সুখকর করাই বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেজন্য বিচারে অপরাধীর সাজা হয়। অন্যায়ের প্রতিফল ভোগ করে অপরাধী। আর এই সাজাপ্রাপ্তির নমুনা দেখে অপরাপর মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। সমাজের পবিত্রতা বজায় রাখা বিচারের উদ্দেশ্য হলেও দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো দরকার। কারণ অপরাধীও মানুষ। তাকে সংশোধনের পথ দেখাতে হবে। তার নির্মল জীবন যাপনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে হবে। অপরাধীকে ন্যায়ের পথে আনাই বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সে জন্য অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। দণ্ডদাতা নিজের ক্ষমতার কথা বিবেচনা না করে দণ্ডিত ব্যক্তির মনের ওপর প্রতিক্রিয়া কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে সে কিভাবে সংশোধনের সুযোগ পাবে বিচারককে তা ভাবতে হবে। বিচারক যদি এই সহানুভূতির পথে অপরাধীর সংশোধনের সুযোগ দেয় তবে তা সার্থকতার দাবিদার।

৬

শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির
"লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।"

ভাব সম্প্রসারণ ঃ পরের মহৎ উপকার স্বীকার না করে নিজের অতি তুচ্ছ কাজকে বড় করে প্রচার করাই অকৃতজ্ঞ লোকের বৈশিষ্ট্য। নিজের সামান্য অবদানে বাহাদুরি করার চেয়ে পরের উপকারের প্রশংসা করা যে উচিত তা এই শ্রেণীর কৃতজ্ঞতাহীন ব্যক্তি সহজেই ভুলে যায়।

এই অকৃতজ্ঞতাবোধ শৈবালের জীবনে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুকুরের বিশাল জলরাশির দানে শৈবালের জন্ম হয়। জলাশয়ের মধ্যেই তার জন্ম, সেখানেই তার অবস্থান। তার অস্তিত্ব পানিতে ভাসমান থেকেই প্রকাশ পায়। তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত সেই দীঘির পানির প্রতি। কিন্তু সে তা না করে তার অকৃতজ্ঞ মানসিকতার পরিচয় দেয় নিজের বাহাদুরি প্রকাশের মাধ্যমে। শীতের ভোরে শৈবালের বুকে সামান্য শিশির জমে। এই শিশির বিন্দু একসময় দিঘির পানিতে পড়ে মিলিয়ে যায়। তখন শৈবাল অহংকার করে এই বলে যে সে পুকুরে এক ফোঁটা পানি দান করেছে। তার দান যে নিতান্তই তুচ্ছ এবং তা পুকুরের মোটেই উপকারে আসে না তা সে ভুলে যায়। অকৃতজ্ঞ চরিত্রেরও একই বৈশিষ্ট্য।

৭

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন ॥

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সম্পদ নিজের আয়ত্তে না থাকলে তা প্রয়োজনের সময় কোন কাজে আসে না। তেমনি বিদ্যা যদি বইয়ের পাতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তবে তা জীবনের কোন উপকারে লাগে না। সবকিছুকেই বাস্তব প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারলে তাতে জীবন উপকৃত হয় এবং তাতে সেসব জিনিসের সার্থকতা ঘটে।

বইয়ে বিদ্যা সঞ্চিত থাকে মানব জীবনে তা চর্চার মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য। কিন্তু নির্বিকার পাঠক তা বইয়ের পাতা থেকে জীবনের সীমানায় নিয়ে এল না। প্রয়োজনের সময় সে বিদ্যা কারও কোন কাজে আসবে না। বইয়ের পাতায় বন্দী বিদ্যার কান্নায় কেউ কান দিল না। এ বিদ্যা ব্যর্থ। তেমনি অর্থ সম্পদের কথাও বিবেচনার যোগ্য। নিজের সম্পদ পরের হাতে রইল। দরকারের বেলায় তা চেয়ে পাওয়া গেল না। এ অবস্থায় পরের হাতে থাকা সম্পদ নিজের উপকারে লাগানো গেল না। এই সম্পদ তখন সম্পদ বলে বিবেচনার দাবি রাখে না। সম্পদ আর বিদ্যাকে সার্থক করে তুলতে হলে নিজের জীবনে কাজে খাটাতে হবে।

৮

কানাকড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে—
তুমি ষোল আনা মাত্র, নহ পাঁচসিকে।
টাকা কয়, আমি তাই মূল্য মোর যথা—
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ হীন মনের অধিকারী মানুষ নিজের দীনতা বিবেচনা করে অপরের গৌরবকে পরিহাস করে। সংসারে নিজের প্রকৃত অবস্থার মূল্যায়ন করা দরকার। নিরর্থক অপরের প্রতি ঈর্ষার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে কোন লাভ নেই। মন ঈর্ষাকাতর হলে নিজের সংকীর্ণতার কথাই প্রকাশ পায়।

কানাকড়ি আর টাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য। উভয়ের অবস্থানের কোন তুলনাই সম্ভব নয়। কিন্তু কানাকড়ি যদি টাকাকে ষোল আনা না হয়ে পাঁচ সিকে কেন হল না বলে উপহাস করে তাহলে কানাকড়ির দীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কানাকড়ি যে কানাকড়িই এ কথাটা বাইরে থেকে বোঝানোর কোন অবকাশ নেই। তার নিজেরই এটা উপলব্ধি করা আবশ্যক এবং তার প্রেক্ষিতে তার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়। টাকা পাঁচ সিকে না হলেও তার পুরো মর্যাদা বিদ্যমান। বরং কানাকড়ি যদি টাকার সমালোচনা করে তাহলে টাকার কোন অগৌরব দেখা দেয় না, বরং কানাকড়ির নিরর্থক বাহাদুরি প্রমাণিত হয়। সংসারের মানুষও যদি নিজের অবস্থা ভুলে অপরের সমালোচনা করে তাহলে নিজের হীনতাই বেশি প্রকাশ পায়।

৯

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব জীবনে অতৃপ্তির একটা চিরন্তন বেদনা আছে। তাকে নিয়েই মানুষের জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত হয়। বেদনার আগুনে পুড়ে জীবনের গতি বজায় রাখাই মানুষের ধর্ম। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বিরাজমান যে ব্যবধান তাই মানুষকে বেদনা ভারাক্রান্ত করে রাখে। আর সে বেদনার বোঝা নিয়েই জীবনের অগ্রগতি।

সংসার জীবনে মানুষ নিঃশেষে সব আশা মিটাতে পারছে এমন নয়। মানুষের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। একটা অতৃপ্তির বেদনা সারাক্ষণ যেন তার মনের মধ্যে বিরাজ করে। তাই চাওয়ার যেমন তার শেষ নেই, তেমনি পাওয়ারও কোন শেষ নেই। একবার মানুষ যা চায় তা তার পাওয়া হয়ে গেলে নতুন করে আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রাপ্তির মধ্যে তৃপ্তি না পেয়ে আরও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাই তখন মনে হয় চাওয়াটাই যেন ভুল হয়ে গেছে। আবার যা পাওয়া গেল তাতে মানুষ সন্তুষ্ট নয়। তার আরও কিছু হবে— এমন একটা অনুভূতি হৃদয়ে জেগে থাকে। এভাবে জীবনে চাওয়া-পাওয়ার সমস্যার সমাধান ঘটে না, মনে অতৃপ্তি চিরন্তন হয়ে বিরাজ করে।

১০

কত বড় আমি কহে নকল হীরাটি।
তাই ত সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখে যদি নিজেকে বড় বলে অহংকার করা হয় তাহলে তার অন্তসারশূন্যতা সহজেই ধরা পড়ে। মিথ্যা বাহাদুরি জীবনকে বড় করে না, বরং আসল পরিচয় বের করে নিজের দীনতাকে সহজে ব্যক্ত করে দেয়।

নকল হীরা নিজেকে বড় বলে প্রচার করার চেষ্টা করে। তার এই অহংকারবোধ থেকে তার আসল পরিচয় বড় হয়ে ওঠে। সে নিজে নকল বলে বড়র বড়াই করে। সে যদি আসল হীরা হত তবে তার অহংকার করার প্রয়োজন হত না। সে যে বড় তা তার নম্রতা থেকে প্রকাশ পেত। নিজের হীনতা গোপন করার জন্য সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। পরিণামে তার স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। মানুষের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নিজের দুর্বলতা গোপন রাখার জন্য অনেকে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। কিন্তু মিথ্যা দিয়ে সত্য গোপন করা যায় না। সত্যের স্বরূপ এক সময় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি

মহৎ সে তার চরিত্রে সংযমী হয় এবং অহংকারের আশ্রয় গ্রহণ করে না। তার মহত্ত্ব তার কাজের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। কিন্তু হীনপ্রাণ ব্যক্তিরা নিজের নীচ পরিচয় গোপন রাখার জন্য অনাবশ্যক বাহাদুরি করে। আর এই বাহাদুরিই তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়।

১১

যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা ।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সুদূরের অতুলনীয় সৌন্দর্যের চেয়ে জীবনের খুব কাছাকাছি সহজ উপভোগ্য সাধারণ সৌন্দর্যের মূল্য যে বেশি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কাছের জিনিসকে যত আপন বলে গ্রহণ করা যায়, সুদূরের বস্তু সেভাবে কাছে টানা যায় না। দূরের মধুর স্বপ্নের চেয়ে কাছের তুচ্ছ বাস্তব অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

দূরের আকাশে অপূর্ব বর্ণের বিচিত্র ছটায় রংধনু দেখা দেয়। তার সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। স্বাভাবিকভাবে এই সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই আকর্ষণ উপভোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। কারণ তা অনেক দূরের বস্তু। দূরের আকাশে ইন্দ্রধনুর অবস্থান। তাকে কোনভাবেই কাছে আপন করে পাওয়া যায় না। অপরদিকে ছোট প্রজাপতি তার বিচিত্র রঙের পাখা নিয়ে মানুষের খুব কাছে উড়ে বেড়ায়। মানুষ কাছে থেকে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। প্রজাপতি আকারে ছোট হলেও তার আছে রূপবৈচিত্র্য। কাছে থেকে দেখলে তাকে অপরূপ বলে মনে হয়। আর কাছে থাকার জন্য তা মানুষের কাছে সহজে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। দূরের রংধনুর সৌন্দর্যের চেয়ে প্রজাপতির মত ছোট প্রাণীর সৌন্দর্য বেশি আকর্ষণীয় বিবেচিত হয়। তাই মানুষ দূরের রংধনুর চেয়ে কাছের প্রজাপতিকে বেশি ভালবাসে।

১২

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ অকৃতজ্ঞ লোকেরা উপকারীর উপকার স্বীকার না করে পরিহাসের মাধ্যমে নিজের হীনতা প্রকাশ করে থাকে। অপরের দয়ায় নিজের অস্তিত্ব রূপায়িত হয়ে উঠলে তার স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত। কিন্তু যার মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ নেই সে কখনও উপকারীর উপকার স্বীকার করে না এবং নিরর্থক পরিহাস করে নিজের বাহাদুরি করতে চায়। কিন্তু এ ধরনের হীনতাবোধ গোপন রাখা যায় না, তার প্রকৃত পরিচয় তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মানব চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির আচরণের মাধ্যমে ভালভাবে ব্যক্ত হয়েছে। একটি ধ্বনি উঠলে তা থেকে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। প্রতিধ্বনির নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। ধ্বনিরই সে প্রতিরূপ। প্রতিধ্বনি ধ্বনির কাছে ঋণী এবং ধ্বনি না থাকলে প্রতিধ্বনির অস্তিত্ব থাকে না। এজন্য প্রতিধ্বনি সব সময় ধ্বনির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এটাই অভিপ্রেত। কিন্তু প্রতিধ্বনি নিজের অস্তিত্বের উৎস ধ্বনির দানের কথা স্বীকার করতে চায় না। কারণ এতে তার নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রতিধ্বনি অনুদার ও সংকীর্ণমনা। সে নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করার জন্য ধ্বনির ঋণ স্বীকার করে না। সে সব সময় ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করে। তার এই পরিহাসের পেছনে আছে সত্য গোপন করার প্রয়াস। সে যে ধ্বনির কাছে ঋণী এই বিষয়টি যাতে ধরা না পড়ে সেজন্য ধ্বনিকে সে উপহাস করে নিজের বড়াই দেখাতে চায়। প্রতিধ্বনির কোন কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। সে আসল পরিচয় গোপন করে উপকারীর উপকার অস্বীকার করে। এতে মনের সংকীর্ণতারই প্রকাশ ঘটে। মানব সমাজেও এ ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা চলে। অনেক হীন চরিত্রের মানুষ নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে অপরের কাছে বাহাদুরি লাভ করতে চায়। যে উৎস থেকে সে পরিচিতি লাভ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বরং তাকে ছোট করে রাখতে চায়। এতে তার নিজের মানমর্যাদা বাড়বে বলে সে মনে করে। আসলে মন এমন অনুদার থাকলে তার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সে যে নীচ তা সহজেই প্রমাণিত হয়।

১৩

স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সকলের সাথে মিলে মিশে, সকলের সাথে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে বাঁচার নামই যথার্থ বাঁচা। জীবনের যথার্থ সার্থকতা সকলের সুখদুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে নিহিত। নিজের স্বার্থের জন্য জীবন নিয়োজিত রাখলে সে জীবনের কোন সার্থকতা আছে বলে মনে করা অনুচিত।

মানুষ সামাজিক জীব। সকলকে নিয়েই তার জীবন। সে কখনও একা বাঁচতে পারে না। তাছাড়া মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে পরোপকারের মহান ব্রতে মানুষের মন উদ্দীপ্ত হয়। পরোপকারের মাধ্যমে মানুষ আনন্দ লাভ করে। তখন সমাজ জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর। কিন্তু সমাজে এক শ্রেণীর হীনমনা মানুষ বিরাজ করে যারা পরের উপকারের চেয়ে নিজের স্বার্থের ব্যাপারে বেশি তৎপর। তারা আত্মস্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় এবং পরের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে বিমুখ হয়ে থাকে। এসব স্বার্থপর মানুষ নিজেকে ছাড়া অপরের কল্যাণ বোঝে না। তারা জগতের অপরাপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের লাভ আর লোভের দিকেই বেশি দৃষ্টি দেয়। এ ধরনের মানুষের জীবনকে কখনই সার্থক জীবন বলে বিবেচনা করা যায় না। স্বার্থপর জনবিচ্ছিন্ন মানুষের জীবন সুন্দর নয়। তারা সুখকর জীবন যাপনের স্বাদ পায় না। নিজের স্বার্থের কথা স্মরণ রেখে তারা কাজ করে। পরের উপকারের দিকে তাদের মোটেই মনোযোগ নেই। এ ধরনের স্বার্থপর মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তারা সমাজের কোন উপকারে আসে না। আর মানুষ যদি মানুষের উপকারে না আসে তবে তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সেজন্য সত্যিকারের ভাল মানুষ বলতে তাকেই বোঝায় যে নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে পরোপকারে নিয়োজিত থাকে। সেই মহৎ মানুষ নিজের জন্য নয়, সে বিশ্বমানবের জন্য নিবেদিত।

১৪

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি ?

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের জীবনে সত্যমিথ্যা, ভালমন্দ একত্রে জড়িয়ে আছে। একটিকে ছাড়া অপরটিকে যথাযথ উপলব্ধি করা যায় না। জীবনে যদি সত্যমিথ্যা উভয়ের সাথে পরিচিত হওয়া যায় তবে মিথ্যার আলোকে সত্যকে চেনা সহজ হয়। তখন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, আলো আর আঁধারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা চলে।

জীবন সংসারে সত্যমিথ্যা পাশাপাশি বিরাজ করে। জীবনে শুধু সত্য বা শুধু মিথ্যা এমন আশা করা যথার্থ নয়। কারণ পৃথিবীতে এই বিপরীতধর্মিতা আছে এবং তা পরস্পরকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য। আলো না থাকলে আঁধার চেনা যায় না। আবার আঁধার না থাকলে আলোর পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল না। তেমনি সংসারে দুঃখ আছে বলেই মানুষ সুখ পায়। আবার সুখ আছে বলেই দুঃখে কাতর হয়। একটির সাথে অপরটির সংযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। সত্য খুঁজতে গেলেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সত্যকেই চাই— তাই জীবনে মিথ্যা আসতে পারবে না এমন দাবি করলে সত্যকে পাওয়া যাবে না। সত্য তখন মিথ্যার সাথে মিশে দূরে সরে থাকবে। জীবনে সত্যমিথ্যা এক সাথে মিশেই আসে। মানুষ নীতি, আদর্শ, অভিজ্ঞতা দিয়ে সত্যকে চিনে নেয়, সত্যের আলোকে জীবনকে উদ্ভাসিত করে। কিন্তু মিথ্যার ভয়ে যদি তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয় তাহলে সত্যও সেই সাথে আড়াল হয়ে যাবে। খোলা দরজা দিয়ে সত্য আর মিথ্যা জীবনের অঙ্গনে এসে প্রবেশ করছে। সচেতন মানুষ তখন সত্য খুঁজে পায়। তাই দ্বার রুদ্ধ করে রাখলে সত্য লাভের সুযোগ ঘটে না। তাই জীবনে সত্যমিথ্যা, ভালমন্দ উভয়কেই মোকাবেলা করতে হবে।

১৫

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব জীবনের সার্থকতা প্রকাশ পায় মানুষকে ভালবাসার মধ্যে। মানব জীবনের পরিবেশের বাইরে মানুষের কিছু করণীয় আছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। জীবনের সার্থকতা জীবনের সংযোগের সাথেই, জীবন থেকে বাইরে কোন কিছুর মধ্যে নয়। জীবনের সাথে জীবনের যোগ না হলে গানের পসরাই যে শুধু ব্যর্থ হয় তা নয়, জীবনের কোন অর্থও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মানব জীবনের সার্থকতার একটা পরিমণ্ডল রয়েছে এবং তা মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। এই জীবনের পরিসীমা অতিক্রম করে অন্য কোথাও জীবনের গন্তব্য নির্ধারিত এমন মনে করার কোন কারণ নেই। মানব জীবনের তীর্থ বা গন্তব্যস্থল জীবনকে কেন্দ্র করেই রূপ লাভ করে। মানুষের কল্যাণ সাধনের মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা নিহিত। পরের কল্যাণের কথা বিবেচনা না করে নিজের স্বার্থকেই যদি বড় বলে মনে করা যায় তাহলে সে জীবনের কোন সার্থকতা নেই। তাই জীবনের সফলতার জন্য অপর মানুষকে ভালবাসতে হবে, অপরের প্রতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মানুষকে তার চারপাশের মানুষের জীবনেই ক্ষেত্র সন্ধান করা দরকার। মানুষের এই সেবার তীর্থ চারপাশের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। মানুষকে উপেক্ষা করে ভিন্ন জায়গায় তীর্থ খোঁজ করা নিরর্থক। তীর্থ যদি পথের শেষে থাকে তবে পথের দুপাশের মানুষকে উপেক্ষা করা হবে। সেজন্য যথার্থ তীর্থ পথের দু পাশে অর্থাৎ দু পাশে বিরাজমান মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই তীর্থের খোঁজ করার জন্য পথের শেষ প্রান্তে যাওয়ার দরকার নেই, পথের দু পাশেই তা লাভ করা যায়। মানব জীবনকে যথার্থ সার্থক করার জন্য জীবনের কাছাকাছি যে মানুষ তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে, তাদের ভালবেসে তাদের উপকারে নিজেকে লাগাতে হবে। জীবনের বাইরের কোন আদর্শ বা লক্ষ্য দিয়ে জীবনকে সার্থক করা সম্ভব নয়। তাই মানুষের সেবার মধ্যেই জীবনের সফলতা প্রত্যক্ষ করতে হবে।

১৬

যে জন দিবসে, মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ অপচয়কারীরা প্রয়োজনের সময় তাদের ধনসম্পদ কাজে লাগাতে পারে না, পরিণামে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জীবনে মিতব্যয়ী হলে পরিণাম শুভ হয়ে থাকে। আর অমিতব্যয়ীরা নানাভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে থাকে। অমিতব্যয়ীর পরিণতি বেদনাদায়ক।

মানব জীবনে অমিতব্যয়িতার পরিণতি সম্পর্কে প্রদীপের উদাহরণ আনা যেতে পারে। যে লোক দিনের বেলায় মনের আনন্দে অনর্থক বাতি জ্বালিয়ে রাখে সে তার প্রয়োজনীয় তেল শেষ করে দেয়। পরে যখন রাতের বেলায় বাতির সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তেল থাকে না বলে বাতি জ্বালানো সম্ভব নয়। তার আঁধার রাতে বাতির আলো দেখা যাবে না। ফলে তাকে দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে। অমিতব্যয়িতার জন্যই তার আঁধার ঘরে আলো আসেনি। মানব জীবনেও তেমনি। যদি কেউ অমিতব্যয়িতার জন্য তার ধনসম্পদ বিনষ্ট করে ফেলে তাহলে যখন তার অর্থের প্রয়োজন পড়বে তখন আর ব্যয় করার মত অর্থ থাকবে না। তাকে বেহিসেবীপনার জন্য দুঃখের সম্মুখীন হতে হবে। তাই জীবনে অমিতব্যয়ী হওয়া অনুচিত। মিতব্যয়ী হয়ে পরিমিত উপায়ে অর্থ ব্যয় করলে জীবন সুন্দর হবে, হবে সুখকর।

১৭

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষ চিরদিন সুখের অভিলাষী। সেই সুখ লাভের জন্য মানুষকে সাধনা করতে হয়, কষ্ট স্বীকার করতে হয়। দুঃখলাভ ছাড়া সুখলাভ হয় না— এটাই জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাই মানব জীবনে সুখদুঃখ উভয়ের উপস্থিতি স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়।

সংসার জীবনে একটানা সুখ বিরাজ করে না। জীবনের পথে অনেক বাধাবিপত্তি থাকে। সে সব জয় করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। সাধনা ছাড়া জীবনে কোন কিছু লাভ করা চলে না। মানুষের নিজের এমন শক্তি সামর্থ্য আছে যা প্রয়োগ করে সে জীবনে সুখ লাভে সফলকাম হতে পারে। সেজন্য মানুষ জীবনের পথে দুঃখকষ্ট দেখলে থেমে থাকে না। তাকে জয় করার কাজে নিয়োজিত হয়। এটাই জীবনের বৈশিষ্ট্য। একটি সুন্দর উপমা এখানে উপস্থাপন করা যায়। কমল বা পদ্মফুল তুলতে গেলে তার বোঁটার কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয়। কাঁটার ভয়ে কেউ যদি এগিয়ে না যায় তা হলে পদ্ম ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ তার পক্ষে সম্ভব নয়। সংসার জীবনেও তেমনি দুঃখকষ্ট আছে। মানুষের জীবন সেখানে সহজ করে রাখা হয়নি। সংসারে আছে দুঃখকষ্ট, আছে অনেক প্রতিকূলতা, আছে বাধাবিপত্তি। মানুষকে উদ্যোগী হয়ে সেসব জয় করে সুখ ছিনিয়ে আনতে হয়। যে যত বেশি সাধনা করবে সে তত বেশি সুখী হতে পারবে। তাই মানুষকে দুঃখ জয়ের ব্রত অবলম্বন করে সুখ অর্জন করতে হবে।

১৮

নহে আশরাফ আছে যার শুধু বংশ পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ বংশের উচ্চ পরিচয়ের জন্য মানুষ মর্যাদাবান নয়, কর্মময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মানুষ গৌরবান্বিত হয়। কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনকে সফল করে তোলে, আবার কর্মের অবদানে দেশ ও জাতির উন্নতি বিধান করা চলে। আর সেই ফলপ্রসূ কর্মের জন্যই মানুষ স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকে।

মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের প্রেক্ষিতে সমাজে মর্যাদা নির্ণীত হয়। প্রচলিত ধারণা অনুসারে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করলে তাকে আশরাফ বা অভিজাত বলা হয়। অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণের ব্যাপারে নিজের কিছু করণীয় নেই। বিধাতার দয়ায় মানুষ জন্ম নিয়ে উচ্চ বংশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে বিশেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য। এই দায়িত্ব পালন করা হয় কাজের মাধ্যমে। তাই কাজের মাঝে মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়। মানুষ তার কাজে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় রাখে। যে লোক কোন কাজ করে না, সে কোন অবদান রেখে যায় না। আর তার কোন অবদান না থাকার জন্য মানুষ তাকে মনেও রাখে না। অতএব এমন কর্মহীন মানুষ যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার কোন মূল্য বা মর্যাদা নেই। বংশ মর্যাদায় সে অভিজাত বলে বিবেচিত হলেও এই আভিজাত্যের কোন গুরুত্ব স্বীকার করা হয় না। বরং সুকর্মের অবর্তমানে তাকে আশরাফ বলা সমীচীন নয়। পুণ্য কাজ না করার জন্য তার জীবন ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে মানুষকে কাজের জন্য গুরুত্ব দিয়ে তার মর্যাদা নির্ণয় করা যেতে পারে। ভাল কাজের জন্য মানুষ স্মরণীয় হয়ে থাকে। পুণ্যবান ব্যক্তির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার শেষ থাকে না। তার পুণ্য কাজের ফলে মানুষের উপকার হয় এবং মানুষ যুগ যুগ ধরে তাকে মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ ধরনের লোকই যথার্থ আশরাফ বা আভিজাত্যের অধিকারী।

১৯

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানুষ তারে ? পশু সেই জন।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ স্বদেশপ্রেম মানব জীবনের মহান বৈশিষ্ট্য। যে যেদেশে জন্মগ্রহণ করেছে সে দেশকে সে একান্ত আপন মনে করে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তার এই ভালবাসা প্রকাশ পায় মাতৃভূমির কল্যাণ প্রচেষ্টায়। স্বদেশকে যারা ভালবাসে না তারা মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়। পশুর সাথে তাদের তুলনা প্রদান করা চলে।

মানুষ নিজের মাতৃভূমিকে অন্য যে কোন দেশের চেয়ে প্রিয় ও মর্যাদাবান বলে বিবেচনা করে। দেশ ছেড়ে যেতে মানুষের মন চায় না। বিদেশে গেলে স্বদেশের জন্য মন কাঁদে। এত প্রিয় যে মাতৃভূমি তার উন্নতির জন্য মানুষ সর্বদা চেষ্টা করে থাকে। দেশপ্রেমিক মহান ব্যক্তি দেশের ও তার অধিবাসীর কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। দেশের মঙ্গলের জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত থাকে না। মানুষের স্বদেশপ্রেমের এই বৈশিষ্ট্য যার মনের মধ্যে বর্তমান থাকে না তাকে প্রকৃত মানুষ বলে অভিহিত করা চলে না। স্বদেশপ্রেমহীন ব্যক্তি পশুর মত বিবেচনাহীন হয়ে থাকে। সেজন্য পশুর সাথে এমন লোকের তুলনা দেওয়া চলে। কিন্তু মহৎ গুণাবলীসম্পন্ন যে মানুষ সে কখনও নিজের দেশের প্রতি মমতাহীন হয় না। বরং স্বদেশ প্রেমের বশবর্তী হয়ে সে দেশ ও জাতির উপকারের জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। দেশপ্রেমের মাধ্যমে মানুষের মহত্ত্বের যথার্থ পরিচয় মিলে।

২০

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা ?

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মাতৃভাষাপ্রীতি মানব হৃদয়ের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। মানুষের কাছে কোন বিদেশী ভাষা মাতৃভাষার মত এত বেশি সমাদৃত হতে পারে না। অপর কোন ভাষা মানুষকে এত তৃপ্তিও দিতে পারে না। স্বদেশের ভাষা মানব-হৃদয়ের সবটুকু স্থান জুড়ে থাকে।

মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ মাতৃভাষার সর্বাধিক উপযোগিতা চিরদিন স্বীকার করে নিয়েছে। নিজের ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব যত সহজে যত সুন্দর করে প্রকাশ করা যায় অপর কোন ভাষায় তা সম্ভবপর নয়। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করাও কঠিন এবং মাতৃভাষার মত তার ওপর এত বেশি দক্ষতা অর্জন করাও সম্ভব নয়। তাই বিদেশী ভাষায় মনের ভাবের যথার্থ স্ফূর্তি ঘটে না। মাতৃভাষার প্রতি মানুষের অনুরাগ চিরন্তন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ত অনেক বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেন। কিন্তু নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে যত সহজে মনোভাব প্রকাশ করা যায় অপর কোন ভাষায় তা সম্ভব হয় না। বিশ্বে অসংখ্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের দক্ষতা নিজের ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু মনের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে মাতৃভাষার আশ্রয় নিতে হয়। মাতৃভাষায় কথা বলা বা লেখার মত এত আরামদায়ক অনুভূতি বিদেশী কোন ভাষায় সম্ভব হয় না। সেজন্য মাতৃভাষার প্রতি মানুষের ভালবাসার শেষ থাকে না এবং সে ভাষার যথার্থ মর্যাদা রাখার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে এই ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

২১

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ দীর্ঘ পথ দেখে ভীত পথিক যদি থমকে দাঁড়ায় তাহলে পথের প্রান্তে পৌঁছা তার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হবে না। যথার্থ উদ্যোগ না হলেও তেমনি জীবনের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কর্তব্য সম্পাদন করে জীবনকে সফল করে তুলতে হবে।

জীবনের চলার পথে মানুষের বিস্তর বাধার মুখোমুখি হতে হয়। সাহস, কৌশল ও বুদ্ধির প্রয়োগে সেসব বাধা-বিপত্তি জয় করতে পারলে জীবনে সাফল্য আসে, মানুষ গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। তাই উদ্যম বা উৎসাহ উদ্দীপনা জীবনের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। যার মধ্যে যত উদ্যোগ বিদ্যমান, সে তত সার্থকতা অর্জন করতে পারে। জাতীয় জীবনেও উদ্যম বা উৎসাহ উদ্দীপনা জীবনের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। জাতীয় জীবনেও উদ্যম থাকলে সে জাতি বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু কাজের পরিমাণ যদি খুব বেশি মনে হয় তাহলে উদ্যমের অবসান ঘটিয়ে মানুষ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এটা কাপুরুষের লক্ষণ। আসলে কর্তব্য যত বড়ই হোক না কেন তা সাহসের সঙ্গে সমাধা করার চেষ্টা করলে তাতে সফল হওয়া যায়। কিন্তু পরিমাণ দেখে যদি আগেই ভয় পাওয়া যায় তাহলে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। পথ দীর্ঘ হলেও সাধনা থাকলে এক সময় তা অতিক্রম করা সম্ভব। কিন্তু পথের শুরুতে পথের দূরত্ব দেখে উৎসাহহীন হয়ে পড়লে সে পথ পাড়ি দেওয়া যাবে না। তেমনি জীবনের কোন লক্ষ্য বা মনের কোন ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যম গ্রহণ করতে হবে। মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই— এ কথা মনে রেখে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে তৎপর হতে হবে।

২২

বহুমূল্য পরিচ্ছদ রতন ভূষণ,
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্ধন।
জ্ঞান পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলঙ্কার
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ পোশাক আর অলঙ্কারের বাহ্যিক সৌন্দর্য মানুষের মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না, জ্ঞান আর ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলে। বাইরের কৃত্রিম সৌন্দর্যের চেয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ ধার্মিক হৃদয়ের মাধুর্য অনেক বেশি। তাই বাইরের চাকচিক্য দিয়ে মানুষকে না ভুলিয়ে হৃদয়ের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত করা আবশ্যক।

মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য তার মহত্ত্বের মধ্যে। যে হৃদয় মহৎ নয় তার কোন মর্যাদা নেই। জীবনের সৌন্দর্যের পরিচায়ক এই মহত্ত্বের স্থান মানুষের মনে, গুণে— তার জ্ঞান সাধনায়, তার ধর্মপরায়ণতায়। জ্ঞান ও ধর্মের প্রতি অনুরাগই মানুষকে যথার্থ মানুষ করে তোলে। অনেকে বিলাসী জীবন যাপনে তৎপর। পোশাকে অলঙ্কারে তার ঐশ্বর্য ও রুচির পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু তা মহত্ত্ব বাড়ায় না। মনুষ্যত্বের পরিচয় সেখানে বড় হয়ে ওঠে না। মানুষের মন যদি জ্ঞানসমৃদ্ধ হয় তাহলে তার মনুষ্যত্ব অর্জিত হয়। ধর্মের প্রতি তার অনুরাগ জীবনকে পবিত্র করে। জ্ঞানকে পোশাক হিসেবে এবং ধর্মকে অলঙ্কার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এতে মানুষের জীবন আদর্শ সম্বলিত ও পবিত্র হয়ে ওঠে। এতে জীবনের সুন্দর পরিচয় লাভ করা যায়। মানুষ মহৎ হিসেবে যথার্থ মর্যাদা পেয়ে থাকে।

২৩

দশে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সকলে মিলে মিশে কাজ করার মধ্যে সফলতার চাবিকাঠি নিহিত। সম্মিলিত উদ্যোগে যেমন কাজের বোঝা হালকা হয়ে যায়, তেমনি দায়-দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে তার ভার লাঘব করা যায়। একার শক্তিহীনতার মধ্যে সাফল্য নির্ভর করে না, সকলের যৌথ উদ্যোগের মধ্যে কর্তব্যকর্মের সাফল্যের মন্ত্র বিরাজ করে। সেজন্য সকলে মিলে সমবায়ের মত কাজে আত্মনিয়োগ করে সাফল্য আনতে হবে।

কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে। এই সামর্থ্য আসে সকলের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে। মানুষ একা যা করতে পারে না, সেখানে একাধিক ব্যক্তি মিলে তা সহজে করে ফেলতে পারে। কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়। এভাবে দশ জনে মিলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দায়িত্ব পালন করলে অনেক বড় কাজও সহজ হয়ে আসে। সবাই ভাগাভাগি করে দায়িত্ব নিয়ে কাজের সাফল্যের ক্ষেত্রে যে গৌরব ভাগ করে নেওয়া যায়, তেমনি অসাফল্যের বিষয়েও সকলের সমান অংশগ্রহণ থাকে। ব্যর্থতার দায়িত্ব তখন আর একজনকেই বহন করতে হয় না। একার পরিবর্তে অনেকে হাত লাগালে শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং এতে সাফল্য আসে। আর ব্যর্থতা এলে তারও দায় সবার ওপর বর্তায় বলে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা প্রাধান্য পায় না। তাই যৌথ উদ্যোগেই কাজ করা উত্তম।

২৪

সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ পৃথিবীতে কোন মানুষ যদি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে তা হলে তার জীবন সার্থকতা ও সফলতায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। মানুষ তার সৎকর্মের দ্বারা মৃত্যুর পরেও অমরতা লাভ করে। যথার্থ সার্থক মানুষের জনকল্যাণধর্মী অবদান পৃথিবীতে স্থায়ী হয়ে থাকে এবং পরোপকারী মানুষের সুনাম ছড়ায়। সৎকর্মশীল মানুষ অমর।

মানুষ পৃথিবীতে এসে তার কাজের মধ্যে বেঁচে থাকে। ভাল কাজ করে মহান মানুষ অপরের কল্যাণ সাধন করে। তার কাজের অবদানে মানুষ উপকৃত হয়। এ ধরনের পরোপকারী মানুষের অবদানে পৃথিবীতে সুখ-সমৃদ্ধি নেমে আসে। তখন বিশ্বের মানুষ সেসব অবদানের কথা স্মরণ করে এবং সেই সাথে যার অবদান তাকেও স্মরণীয় করে রাখে। মানুষ এমন মহৎ লোককে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে তাকে স্মরণে রাখে। পুণ্য ও কল্যাণময় কাজের জন্য মহৎ মানুষকে হৃদয়ে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষ তাদের অবর্তমানেও তাদের ভুলে না। মহৎ লোক মরেও অমর হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তিই মনুষ্য সমাজে ধন্য বলে বিবেচিত হয়। জীবনের সুকর্ম কখনই ব্যর্থ হয় না। মানুষের স্মৃতিতে তা উজ্জ্বল হয়ে থাকে। মহৎ কর্মের মাধ্যমে মানুষ যখন অপর মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকে তখন তার জীবন হয় সার্থক।

২৫

অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে,
অতি ছোট থেকো না, ছাগলে মুড়ে খাবে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব জীবনে সব কাজে-কর্মেই পরিমিতিবোধ থাকা প্রয়োজন। সীমা ছাড়িয়ে গেলে জীবনে অনর্থ ঘটে। জীবনকে সফল করে তোলার জন্য পরিমিত অবস্থার মধ্যে বিরাজ করাই উত্তম। বেশি বাড়াবাড়ি কখনই কল্যাণকর নয়। তেমনি নিশ্চেষ্ট জীবনও কোন মঙ্গল বয়ে আনে না। সেজন্য সকল কাজে যাতে পরিমিতিবোধ বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তার উপরই জীবনের সাফল্য নির্ভর করে।

মানব জীবনে এই পরিমিতিবোধের ব্যাপারটি একটি গাছের সাথে তুলনীয়। গাছ যদি বেশি বেড়ে খুব লম্বা হয়ে ওঠে তাহলে ঝড়ে তার ক্ষতি হয়। ঝড়ের আঘাতে সে গাছ ভেঙে যেতে পারে। তাই জীবনের সফলতার জন্য গাছের অত্যধিক বৃদ্ধি কাম্য নয়। অপরদিকে কোন গাছ যদি খুব ছোট থাকে তাহলে ছাগলে তা মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। অতি ছোট থাকার জন্যই গাছের এমন বিপত্তি। অতএব অনভিপ্রেত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছকে অবশ্যই কিছুটা বড় হতে হবে। মানুষের জীবনেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যদি তার আচার আচরণে বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে তার পরিণাম শুভ হয় না। তাকে পরিমিত সীমানার মধ্যে থেকে জীবনের সাফল্য আনতে হবে। অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্য মানুষের অহঙ্কার আসে এবং সে অহঙ্কার তার পতনের কারণ হয়। জীবনে খুব ছোট বা অনুল্লেখযোগ্য হয়ে থাকাও তেমনি। অনাদরে অবহেলা বা অপরের নির্যাতনে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই সব কিছুতেই পরিমিত আচরণ করা দরকার।

২৬

সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের আচরণের মধ্যে তার ভালমন্দ উভয় বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। ভাল কাজের মধ্যে ভাল মানুষের পরিচয়, আবার খারাপ লোকের আচরণে তার খারাপ দিকটা প্রকাশমান। তাই উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণের প্রকাশ ঘটে— পরের কুৎসিত স্বভাবকে সে গোপন করে রাখে। মন্দ চরিত্রের লোকেরা ভাল গুণ গোপন করে মানুষের খারাপ দিকটি স্পষ্ট করে তোলে। আচরণ দিয়েই মানুষকে চেনা যায়।

ভাল মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তার আচরণের মধ্যে। ভাল মানুষ কখনও কারও খারাপ করার চিন্তা করে না, কারও অপযশও প্রচার করে না। বরং মহৎ ব্যক্তি অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখে তার সুনাম করে। এ ধরনের আচরণে তার মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। সুজন বা ভাল মানুষ নিজের সুন্দর মনের বিবেচনায় অপরের খারাপ কাজের মধ্যেও ভাল দেখতে পায়। তার নিজের মন ভাল বলে অপরকেও ভাল দেখে। অন্যদিকে কুজন বা খারাপ প্রকৃতির মানুষ অপরের ভাল দেখতে পারে না। সে অপরের ভাল কাজকেও খারাপ কাজ বলে প্রচার করে। তার কানে সুন্দর শব্দ অনুরণিত হয়ে উঠলেও তার প্রশংসা করতে সে কুণ্ঠিত হয় এবং পরিবর্তে অপযশ প্রচারে তৎপর হয়। কুলোকের আচরণই এমনি। কারও ভাল কিছু প্রত্যক্ষ করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সংসারে এ ধরনের ভালমন্দ উভয় শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে। তাদের আচরণ দেখে তাদের পরিচয় নির্ধারণ করতে হবে এবং সুজনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে কুজন সংসর্গ পরিহার করতে হবে।

২৭

বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ বিনয় বা নম্রতা মানব জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলে। গর্ব অহঙ্কার বিসর্জিত বিনয়াবনত যে জীবন তা সকলের কাছে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করে। এই সমাদরের ফলে মানুষ শ্রদ্ধার সাথে বড় বলে বিবেচিত হয়।

মানুষের জীবনকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে বিকশিত করতে হয়। মানবিক গুণাবলী সহযোগেই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য মানুষকে সাধনা করতে হয় এবং সাধনার ফলে জীবনে মহত্ত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটে। মানুষের মহৎ গুণাবলীর মধ্যে বিনয় অন্যতম। বিনয় মানবজীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে। বিনয় মানুষকে অপরের কাছে শ্রদ্ধান্বিত করে বড় করে। জীবনে অহঙ্কার থাকা মোটেই উচিত নয়। অহঙ্কারকে পতনের মূল বলে বিবেচনা করা হয়। অহঙ্কারী লোক মানুষের কাছে শ্রদ্ধা পায় না। গর্বিত মন উগ্র হয়ে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। গর্ব অহঙ্কার মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। ফলে সমাজ জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। সেজন্য জীবন থেকে সচেতনভাবে অহঙ্কার দূর করে বিনয়ী হয়ে উঠতে হবে। বিনয়ী হলে সকলের মন জয় করা যায়, সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা চলে। এভাবে বিনয়ী মানুষ বড় বা মর্যাদাশীল বলে বিবেচিত হয়। লোকের কাছে বড় বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য গুণবান মানুষকে ছোট বা নম্র হতে হয়। ছোট হয়ে তথা বিনয়ী হয়ে থাকলে মানুষ সকলের শ্রদ্ধা পায় এবং স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাই বড় না হয়ে তথা অহঙ্কারী না হয়ে বিনয়ীর জীবন যাপন করা আবশ্যক। মানুষের হৃদয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করতে পারলেই জীবন সার্থক হয়। এই বড় হওয়ার গৌরবের পেছনে আছে বিনয়ের অবদান। তাই মানুষকে বড় হিসেবে মর্যাদালাভের জন্য ছোট বা বিনয়ী হওয়া দরকার।

২৮

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত; একই রবি শশী মোদের সাথী।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ বিশ্বের মানুষের মধ্যে জাতিগত যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা তার যথার্থ পরিচয় নয়। সারা বিশ্বের মানুষকে এক মানুষ জাতি হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। সাম্প্রদায়িক ব্যবধান সৃষ্টি করে যে কৃত্রিম পরিচয় দান করেছে তা স্বার্থান্ধ মানুষের তৈরি। সকল পরিচয়ের উর্ধ্বে মানুষকে মানুষ হিসেবেই জাতি নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বের মানুষ আজ নানা জাতিতে বিভক্ত। জাতিসত্তার পরিচয়ের গৌরবে আজ বিশ্বে জাতিতে জাতিতে বিরোধের অন্ত নেই। রক্তাক্ত হানাহানিতে বহু জাতি জড়িত হয়ে বিশ্বে বসবাসকে অশান্তিময় করে তুলেছে। স্বার্থকে প্রাধান্য দান করে একে অপরের বিরুদ্ধে হিংস্র উন্মত্ততার আঘাত হানছে। বিশ্বকে বাসযোগ্য করার জন্য এবং মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জাতিগত ভেদাভেদ অবশ্যই দূর করতে হবে। সারা বিশ্বের মানুষকে পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। মানুষকে মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে হবে। মানুষে মানুষে পার্থক্য মানুষেরই সৃষ্টি। একই পৃথিবীর উপহৃত সম্পদে মানুষ বেঁচে আছে। একই চন্দ্র সূর্যের আলোয় স্নাত হচ্ছে মানুষের জীবন। বিধাতা মানুষকে এক আদি পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। বিধাতার কাছে সবাই সমান। পরস্পর হিংসাবিদ্বেষ সৃষ্টি করে মানুষ যে অশান্তির সৃষ্টি করেছে তা দূর করার একমাত্র উপায় এক জাতি হিসেবে মানুষের মর্যাদা পুনর্নির্ধারণ।

২৯

আগে চল্ আগে চল্, ভাই।
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সামনের দিকে এগিয়ে চলাই মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা বা পেছনে ফিরে তাকিয়ে থাকার মধ্যে জীবনের গতির পরিচয় মিলে না। জড়তা জীবন নয়, গতিই জীবন। তাই অতীতকে অবহেলা করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়াই সচেতন মানুষের কর্তব্য।

সময় ক্রমাগতই এগিয়ে যায়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের জীবনের কর্মধারা এগিয়ে চলে। এই অগ্রগতির স্বাক্ষর মানুষের সভ্যতায়, মানুষের সাধনায়। সামনের কথা মানুষ যদি না ভাবত তবে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব ছিল না। মানব জীবন জড়তায় পর্যবসিত হত। তাই মানুষ অতীতের দিকে চায় না, ভবিষ্যতের দিকে তার লক্ষ্য। গতিই জীবনের লক্ষণ। পেছনে পড়ে থাকা গতিহীনতার পরিচয়। অতীতমুখী হয়ে থেকে ভবিষ্যতের কথা না ভাবলে মানুষের জীবন জড়তাগ্রস্ত হয়। মানুষ তখন মৃতের মত। বেঁচে থেকেও এমন প্রাণহীন হয়ে থাকার কোন সার্থকতা নেই। অতীত মানুষের পরিচিত। যা কিছু পাওয়ার তা অতীতে পাওয়া হয়ে গেছে। অতীত এখন মৃত। অতীতের মোহ কাটিয়ে সামনের দিকে চলতে হবে। মানুষের সামনে চলার সাধনা যত চলবে জীবনের বিকাশ ও মানব সত্যতার উন্নতি তত বেশি সাধিত হবে। তাই জড় হয়ে না থেকে জীবনকে গতিশীল করে কর্মমুখর করতে হবে— ভবিষ্যতের অজানা থেকে সুফল অর্জন করতে হবে।

৩০

জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষ বেঁচে থাকে তার কাজের মধ্যে, মানুষ মর্যাদা পায় তার কাজের জন্য। জন্মের বড়াই জীবনে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। বরং কাজের অবদানের ফলে মানুষ মরেও স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকে। কাজ তথা জীবনের অবদান স্থায়ী হয়ে মানুষের মর্যাদা ঘোষণা করতে থাকে। তখন বংশের মর্যাদার খোঁজ কেউ করে না।

মানব সমাজে জন্মগত দিক থেকে বংশ মর্যাদার যে গুরুত্বের কথা বলা হয় তা প্রকৃত পক্ষে অর্থহীন। মানুষ কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছে তা বিবেচনা না করে জীবনে সে কি অবদান রেখে গেছে সেটাই প্রধানত লক্ষ্য করা হয়। গোবরেও যদি পদ্মফুল ফোটে তবে সেখানে ফুলের সৌন্দর্যই বিবেচনার বিষয়, তার জন্মের উৎস সন্ধান করার কোন কারণ নেই। মানুষের জীবনে উঁচু নিচু ভেদাভেদ আছে। মানুষের সৃষ্ট এই ভেদনীতির ফলে কেউ উঁচু স্থানের অধিকারী, আবার কারও স্থান নিচের দিকে। আর পেশাগত যে ব্যবধান সেটা মানুষেরই সৃষ্ট। কারও কোন পেশা অপ্রয়োজনীয় বা অবহেলিত নয় যে তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতে পারে। তাই মানুষের বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় বংশের মর্যাদা খোঁজ করার কোন দরকার নেই। মানুষকে দেখতে হবে তার কাজের ফলের মধ্যে। মানুষ সংসারে এসেছে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। তাকে কাজ করতে হয়। তাকে আত্মস্বার্থে মগ্ন হয়ে থাকলে চলে না। কর্মই জীবন— একথা চিরন্তন সত্য। জীবনে কাজ না থাকলে তা ব্যর্থ বলে মনে হয়। মানুষ যে কর্মকাণ্ডে জড়িত হয় তার ফল হিসেবেই সমাজের উন্নতি ঘটে, জাতি এগিয়ে যায়, সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আজকের মানুষের অগ্রগতির যে অবস্থা তা যুগ যুগ ধরে মানুষের কাজেরই ফল। কে কতটুকু অবদান রেখে গেছে তা বিবেচনা করেই মানুষের মর্যাদা প্রদান করা হয়। মানুষ তার কাজের অবদানের জন্য স্মরণযোগ্য হয়। কোন বংশে জন্ম নিয়েছিল তা বিবেচ্য নয়। তাই জন্ম যেখানেই হোক না কেন সুকর্মের মাধ্যমেই মানুষের গৌরব ঘোষিত হয়।

৩১

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সত্য ও ন্যায়ের পরাজয় ঘটিয়ে অন্যায় তখনই প্রাধান্য পায় যখন অন্যায়কারী অন্যায় করে এবং অন্যায় সহ্যকারী অন্যায় সহ্য করে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়। অন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী দুজনেই সমপরিমাণে দায়ী। তাই ন্যায়ের বিবেচনায় দুজনেরই শাস্তি লাভ করা উচিত।

বিশ্বের মানব জীবনকে সুন্দর ও সুখকর রাখার জন্য অন্যায় থেকে দূরে থাকতে হবে। অন্যায় না করলেই জীবন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। কিন্তু স্বার্থপর, শক্তিশালী, বিবেকহীন মানুষ নিজে স্বার্থসাধনের জন্য অন্যায় কাজ করে এবং মানব জীবনকে নিপীড়ন ও বেদনায় পূর্ণ করে ফেলে। অন্যায়কারীরা তাই শাস্তিযোগ্য এবং তাদের অন্যায়ের প্রতিফল তাদের অবশ্যই ভোগ করতে হবে। বিধাতার তাই বিধান। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায় কর্মকারীকে কেবল দায়ী করলে চলবে না, অন্যায় সহ্যকারীকেও এর জন্য দায়ী করা আবশ্যক। অন্যায়কারী অবাধে অন্যায় কাজ করে

যেতে পারে যদি তার কাজে কোন বাধা না আসে। অন্যায় যার ওপর হয় সে যদি বাধা দেয়, প্রতিবাদ করে বা প্রতিরোধের উদ্যোগ নিয়ে অপরের সাহায্য কামনা করে তাহলে অন্যায় কর্ম সংঘটিত হতে পারে না। তাই অন্যায় সহ্য করার মধ্যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক অন্যায়কে সহ্য করা চলবে না। শক্তি প্রয়োগ সম্ভব না হলে অন্তত ঘৃণার মাধ্যমে অন্যায় প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যায় সহ্যকারী যদি অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা না করে তাহলে সেও অপরাধী বিবেচিত হবে। সেও তখন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তাই অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী দুজনকেই অন্যায়ের জন্য বিধাতার অভিশাপ কুড়াতে হবে।

৩২

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সবার ওপরে মানুষের মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচনা করে তার গুরুত্ব অনুধাবন করা দরকার। এই গুরুত্বের প্রেক্ষিতেই সকল সংস্কার, বিভক্ত মতবাদ আর নীতি আদর্শের পার্থক্যের মাধ্যমে মানুষকে বিবেচনা না করে তার শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদার আসন সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত থাকা আবশ্যক।

জগতের সর্বত্র বিভিন্ন নীতি আদর্শ আর বিধিনিষেধের বেড়াজালে মানবজীবন জড়িয়ে আছে। মানুষের কার্যকলাপ বিবেচনা করে নানারকম ভেদাভেদে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এর ফলে উঁচুনিচু, ধনী দরিদ্র এসব পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে বর্ণভেদ প্রথা। উন্নত বিশ্ব আর তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে পার্থক্য অনেক। শক্তিশালী জাতি শক্তিহীনকে গ্রাস করতে চায়। সভ্যতা সংস্কৃতির আগ্রাসনও মানুষের জীবনকে বিশৃঙ্খল করে দিচ্ছে। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে নিগৃহীত হচ্ছে মানবতা। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে প্রাণ দিতে হয় মানুষকেই। আজকে সারা বিশ্বে মানুষের এই অবমাননা চরম আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বিশ্বের মানুষ ক্রমাগতই সংকটে আবর্তিত হতে থাকবে। এ থেকে উদ্ধারের পথ বের করা আবশ্যক। সকল বিরোধ অবসানের লক্ষ্যে মানুষকে মানুষের যথার্থ মর্যাদা দান করতে হবে। মানুষকে ছোট বা হেয় বলে বিবেচনা করা যাবে না। একই স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যবধান খুঁজে বের করা অন্যায় বলে বিবেচনা করতে হয়। সকল মতবাদের ওপরে মানুষের মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। মানুষের কল্যাণের জন্য সকল প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই পৃথিবী মানুষের বসবাসের যোগ্য হয়ে থাকবে।

৩৩

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সৃষ্টিকে ভালবাসার মাধ্যমে স্রষ্টাকে পাওয়া যায়। বিধাতা গভীর ভালবাসায় এই সুবিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের সকল জনপ্রাণী তাঁর ভালবাসারই সৃষ্টি। এই সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করলে বিধাতা মানুষের প্রতি খুশি হন। জীবের প্রতি ভালবাসার পথ ধরেই স্রষ্টাকে খোঁজ করাই মানুষের সাধনা হওয়া উচিত।

বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করেছে বিশেষ কর্তব্যের জন্য। মানুষের কাজ হল স্রষ্টার উপাসনা করা। তার জন্য সুন্দর পথ নির্দেশনাও বিদ্যমান। নির্দিষ্ট রীতিতে আরাধনা করা যেমন মানুষের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তেমনি মহৎ কাজের মাধ্যমেও বিধাতার উপাসনা করা যায়। তাই মানুষকে সৎকর্মশীল হতে হবে। তার সকল কাজের মধ্যে মহত্ত্বের প্রেরণা থাকতে হবে। জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে যদি কল্যাণকর পথে পরিচালিত করা যায় তাহলে তার মাধ্যমে বিধাতার প্রাপ্য আরাধনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। মানুষ তার চারপাশের জীবজগৎ নিয়েই জীবন যাপন করে। চারপাশের জীবনে যে জনপ্রাণী বিরাজমান তার প্রতি মানুষের কর্তব্য রয়েছে। তাদের উপকারের মাধ্যমে সে কর্তব্য পালন করা সম্ভব। জীবের উপকার সাধন করা হলে তা স্রষ্টার সন্তুষ্টির কারণ হয়। সে কারণে স্রষ্টাকে পেতে হলে সৃষ্টির প্রতি কল্যাণকর ভালবাসা থাকা আবশ্যক।

৩৪

আলো বলে, 'অন্ধকার, তুই বড় কালো।'
অন্ধকার বলে, 'ভাই, তাই তুমি আলো।'

ভাব সম্প্রসারণ ঃ আলো আর আঁধার, সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বেদনা জীবনে পাশাপাশি আছে বলেই জীবনের আসল বৈশিষ্ট্য সহজে অনুধাবন করা যায়। একটিকে ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব থাকে না। বরং আঁধারের জন্য আলো যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জীবনে সুখও তেমনি দুঃখের পটভূমিকায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আলো আছে বলেই আঁধার আছে। আঁধার আছে বলেই আলোর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের নিজ নিজ পরিচয় পরস্পর সাপেক্ষ বলে বিবেচনার যোগ্য। আঁধারকে কাল বলে তাকে দূরে ঠেলে রাখা যায় না। আলোর পাশেই তা নিজের স্বরূপে বিরাজ করে। আঁধারের পটভূমিতে আলোর বিকাশ ঘটে। আঁধার না থাকলে আলোর পরিচয় পাওয়া যেত না। মানব জীবনেও তেমনি সুখ-দুঃখ আলো-আঁধারের খেলা চলছে। সুখ তখনই অনুভূত হবে যখন দুঃখের অস্তিত্ব থাকবে। সুখ-দুঃখ পাশাপাশি অবস্থান করে জীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। শুধু সুখ চাইলে তা ভালভাবে উপভোগ করা যায় না। দুঃখের বেদনা আছে বলেই সুখ এত মধুময় হয়ে ওঠে। তাই সুখের পাশে দুঃখের অবস্থান স্বীকার করে নিতে হবে। আলো আঁধারের পাশাপাশি অবস্থানের মত জীবনে সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব বর্তমান। দুঃখের মোকাবিলার মাধ্যমে সুখকে উপভোগ্য করে তোলার মধ্যেই জীবনের পরিচয় নিহিত।

৩৫

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জীবনে সংকট আছে সমস্যা আছে। কিন্তু সেটুকুই জীবনের সব নয়। একদিন সকল সমস্যার অবসান ঘটবে। আঁধার কেটে গিয়ে দেখা দিবে উজ্জ্বল আলো। দুর্দিনের পথ বেয়েই আসবে সুখের সেদিন।

জীবনকে যদি আকাশের মত মনে করা যায় তা হলে তার স্বরূপ চেনা সহজ হবে। আকাশে সূর্য হাসে। চারদিকে ছড়িয়ে দেয় আলো আর আলো। এক সময় মেঘে ঢেকে দেয় সূর্যকে। আঁধার ঘনিয়ে আসে দিনের বেলায়ই। মেঘমুক্ত সূর্য যেমন স্বপরিচয়ে মহিমান্বিত, তেমনি মেঘে ঢাকা সূর্যকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে মেঘে ঢাকা সূর্য তার স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। এক সময় মেঘ কেটে যাবে, সূর্যের আলো আবার হেসে উঠবে। তাই মেঘ দেখে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আলোর প্রত্যাশী মানুষের চোখে এক সময় আলো ধরা দেবে। মেঘ কেটে যাবার জন্য ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। চাঁদের ব্যাপারটিও তেমনি বিবেচনার বিষয়। রাতের আকাশে চাঁদের আলো মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। কিন্তু দিনের আলোয় তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অমাবস্যার রাতেও নেই চাঁদের কোন খোঁজ। কিন্তু চাঁদ তো চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় না। তার আড়াল হয়ে থাকাটা ক্ষণিকের জন্য। আঁধারের বুক থেকেই চাঁদ বেরিয়ে আসবে— তার অনাবিল সৌন্দর্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের জীবনেও তেমনি দুঃখের আঁধারে সুখের আলো ক্ষণিকের জন্য লোপ পায়। দুঃখের অবসানে সুখের আগমন ঘটে বলে দুঃখ দেখে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। জীবনে সমস্যা থাকবেই। কিন্তু তার অবসানে জীবন আবার সুখময় হয়ে উঠবে।

৩৬

বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সঙ্গে গাঁথা
নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ অনবরত কাজ করে যাওয়াই মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত নয়। কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য বিশ্রামের সুযোগ থাকা দরকার। প্রবহমান কাজের ধারায় বিরতি নিয়ে নতুন উদ্যমে অগ্রসর হতে পারলেই সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মানুষের জীবন কর্মমুখর। কাজে ব্যাপৃত থেকে জীবনকে সফল করে তোলার জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকে। কাজ না থাকলে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। কর্মবিমুখতা জীবনের বিকাশের সহায়ক নয়। মানুষের কাজের ফসল হল আজকের বিশ্ব সভ্যতা। এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে মানুষের ক্রমাগত কর্মসাধনার ফলে। তাই কাজের সাথে জীবন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জীবনের বিকাশ ও সাফল্যের জন্য কাজের এত বেশি গুরুত্ব থাকলেও কাজ থেকে সাময়িক বিরতি গ্রহণ করা আবশ্যক। মানুষ একটানা কাজ করে গেলে শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর চাপ পড়ে। মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সেজন্য কাজের মাঝে মাঝে কিছুটা বিরতির প্রয়োজন। এই বিরতি মানুষের দেহকে বিশ্রাম দেয়। বিশ্রাম শ্রম যাতনা লাঘবের উপায়। বিশ্রাম গ্রহণ করার ফলে শ্রমক্লান্ত দেহ ও মন পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে। নতুন করে দেহমনে চেতনার সঞ্চার হয়। মানুষ তখন কাজে আরও প্রেরণা ও উৎসাহ অনুভব করে। এতে কাজের ফল ভাল হয়। কাজে তখন সফলতা লাভ করা সহজ হয়। কাজের এই রীতির সাথে মানুষের চোখের কাজের মিল আছে। চোখ অনবরত দেখে না। মাঝে মাঝে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে চোখকে বিশ্রাম দেয়। চোখের জন্য বিশ্রাম বিশেষ জরুরী। মানুষের কাজের সফলতার জন্যও তেমনি বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই বিশ্রামকে কাজের সহায়ক বলে বিবেচনা করতে হবে।

৩৭

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফিরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ এই পরিবর্তনশীল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ ও আনন্দের উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সে জন্য সময়ের ব্যবধানে যা-ই ঘটুক না কেন সবকিছুকেই সুখকর মনে করা দরকার। এতে জীবন থেকে বেদনা দূর হয়। জীবন হয়ে ওঠে আনন্দমুখর।

মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জীবন লাভ করে। সে জীবন একটানা সুখের হয় না। সুখদুঃখ আনন্দবেদনা আলো আঁধার নিয়েই জীবন। মানুষের কাজ হবে জীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য—এর ভাল মন্দ সহজভাবে মেনে নেওয়া। ভাল মন্দ যাই আসুক সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। অতীতের দিকে তাকিয়ে বর্তমানকে উপেক্ষা করা মানুষের কাজ হওয়া উচিত নয়। হয়ত অতীত আনন্দময় ছিল। তার স্মৃতিও হয়ত সুখের হতে পারে। কিন্তু সে অতীতের আনন্দের জন্য বর্তমানের মুহূর্তকে উপেক্ষা করা সঠিক নয়। কারণ বর্তমানকেও আনন্দমুখর করে তোলা যায়। সাধনার মাধ্যমে বর্তমান প্রতিকূল অবস্থাও অনুকূল হতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য যেখানে সুখ নেই সেখানেই সুখ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সূর্যের আলো জীবনকে আনন্দে ভরে দেয়। কিন্তু সে চিরস্থায়ী নয়। রাতের আঁধারে সূর্য হারিয়ে যায়। রাতের আকাশে তখন তারারা জেগে ওঠে। সে আরেক সৌন্দর্য। তারার রূপ উপভোগ থেকেও আনন্দ লাভ হতে পারে। রাতের বেলায় তারার সৌন্দর্যই উপভোগ করতে হবে। তখন সূর্যের আশা করা বাতুলতা। আর সূর্যের জন্য চোখের জল ফেললেও তা আসবে না, বরং রাতের আকাশের লক্ষ তারার বাতির সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবে। অতএব, যা চলে গেছে তার জন্য দুঃখ না করে বর্তমানকে উপভোগ্য করে তোলা দরকার।

৩৮

রাখি যাহা তাহা বোঝা কাঁধে চেপে রহে,
দিই যাহা তার ভার চরাচর বহে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের জীবন কর্মমুখর। কাজের মাধ্যমেই জীবনের সফলতা আসে। এই কর্মচঞ্চল জীবনে সোনালী ফসলের উপহার অর্জন করে মানুষ। মানুষ তার কাজের কিছু ফল নিজের ভোগে লাগায়, কিছু পরের কল্যাণে নিবেদিত হয়।

যারা স্বার্থপর তাদের ভোগের পরিমাণ বেশি। আর যারা পরোপকারী তারা পরের জন্য উৎসর্গ করে বেশি পরিমাণে। নিজের ব্যবহারে যা কাজে লাগে তা যথারীতি নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু পরের জন্য যা প্রদান করা হয় তা জনগণের মধ্যে বেঁচে থাকে। ব্যক্তিজীবনের ব্যবহার্য যা সম্পদ তা ব্যক্তির মৃত্যুর সাথেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু জনগণের মৃত্যু নেই।

তাই জনগণের জন্য যা নিবেদন করা হয় তা জনগণের সাথেই স্থায়ী হয়ে থাকে। যারা বিচিত্র আবিষ্কার করে সভতার বিকাশ ঘটিয়েছে তারা তাদের আবিষ্কার নিজের জন্য রাখেনি, মানুষের কল্যাণে তা দান করেছে। আবিষ্কারকের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু সেসব আবিষ্কার চিরদিন তার আবিষ্কারককে অমর করে রেখেছে। শারীরিক মৃত্যু আদর্শ মানুষকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবী তার অম্লান আদর্শে মূর্ত হয়ে থাকে। তখন সৃষ্ট দৃষ্টান্তের মধ্যে তার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। কালের হাতে তার জীবন শেষ হয়। কিন্তু কালের হাতে তুলে রেখে যায় তার অবদান। কাল তা সংরক্ষণ করে। তাই মহৎ মানুষ তার কৃতকর্মকে নিজের কাজে লাগিয়ে নিঃশেষ করে না, বিশ্বজনের হিতকর করে সৃষ্টি ও তার স্রষ্টা অমর হয়ে থাকে।

৩৯

এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ প্রাচুর্যের মধ্যে থাকলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অভাবী লোকের লালসার পরিধি থাকে সীমিত। মানুষের ভোগের শেষ নেই। ভোগের আকাঙ্ক্ষা একবার জেগে উঠলে তা সংযত হতে চায় না, বরং তা আরও বাড়তে থাকে।

সংসারে দু ধরনের মানুষ দেখা যায়। কারও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আছে। আবার কেউ সম্পদহীন। দরিদ্র মানুষের লক্ষ্য কি করে বেঁচে থাকা যায়। বাঁচার মত কিছু উপকরণ হলেই তার চলে। তাই সে সামান্য উপকরণ সংগ্রহের প্রতি সচেষ্ট। তার আকাঙ্ক্ষা সীমা ছাড়িয়ে যায় না। সে অল্পে তুষ্ট থাকে। অপরদিকে বিত্তবান লোকেরা সম্পদ লাভের সুখ পেয়েছে। সম্পদ দিয়ে কিভাবে জীবন সুখকর করা যায় তা তাদের জানা। তারা এও জানে যে সম্পদ বেশি হলে তা বেশি করে সুখের কাজে লাগানো যায়। সুখের আকাঙ্ক্ষা মানুষের ক্রমাগতই বাড়ে বলে সম্পদ সেখানে ইন্ধন যোগায়। আবার মানুষের সুখের কোন সীমানা নেই। সুখ কখনও বিরতির প্রত্যাশা করে না। সুখের বৃদ্ধির জন্য মানুষ বেশি তৎপর হয়। রাজার আছে প্রাচুর্য। কিন্তু সে প্রাচুর্য নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকে না। কি করে প্রজাসাধারণকে শোষণ করে সম্পদ বাড়ানো যায় সেদিকে থাকে রাজার চেষ্টা। প্রচুর পরিমাণে থাকলে তার পরিতৃপ্তি থাকে না, বরং আরও বাড়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। যার বেশি আছে সে আরও বেশি চায়। যার নেই সে অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে। বিত্তবানদের এই লালসা পূরণের জন্য দীনহীন মানুষকে অনেক নিপীড়ন সহ্য করতে হয়।

৪০

আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব জীবনের যথার্থ সার্থকতা পরের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই নিহিত। আত্মস্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত না রেখে পরোপকারের ব্রতে উৎসর্গ করার মধ্যেই জীবনের সাফল্য প্রকাশ পায়। সংকীর্ণ স্বার্থে নিজেকে আবদ্ধ রেখে মানুষ জীবনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

মানুষ পৃথিবীতে এসেছে বিশেষ কর্তব্য সাধনের জন্য। তার জীবন উদ্দেশ্যহীন নয়। পরের জন্য কাজ করতে হবে এই আদর্শ সামনে রেখে জীবনের বিকাশ ঘটে। বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে মানুষের বিচিত্র অবদানের ফলে। সেখানে মানুষ কি করে অপর মানুষের কল্যাণ করবে সে ব্যাপারে আদি কাল থেকে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। মানুষ যদি নিজের জন্যই কাজ করত, আত্মস্বার্থে নিজেকে সমর্পিত রাখত তাহলে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হত না। আর নিজের কল্যাণের চেতনা যদি প্রাধান্য পায় তাহলে বিশ্বের মানুষের দুর্দশা ঘুচাবার কেউ থাকবে না। সম্পদ নিজের কাছে আবদ্ধ করে রাখলে তাতে পরের কোন উপকার হয় না। অর্থ সম্পদের মত মানুষের হৃদয়ের সহানুভূতি সকলের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে। চারদিকে

দীনহীন মানুষের অভাব নেই। আছে সমস্যার প্রাচুর্য। সামর্থ্য যাদের আছে তারাই এসব সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবে। বিশ্বের জীবন সুখকর করার জন্য সকল মানুষের এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বের কল্যাণের জন্যই মানব জন্ম। সবার কল্যাণেই পরম সুখ। পরের উপকারে যেমন মানুষের কল্যাণ তেমনি পরের উপকারে নিজের জীবনের সাফল্য। তাই মানুষকে পরোপকারে ব্রতী হতে হবে।

৪১

সুধাল পথিক, 'সাগর হইতে কি অধিক ধনবান ?'
জ্ঞানী কহে, 'বাছা, তুষ্ট হৃদয় তারো চেয়ে গরীয়ান।'

ভাব সম্প্রসারণ ঃ আত্মসন্তুষ্টিই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী মানুষের যে পরম শান্তি তার কোন তুলনা নেই। রত্নাকর সাগরের চেয়েও পরিতুষ্ট হৃদয় অধিক সুখসম্পদে সমৃদ্ধ। সন্তুষ্টিতে যে তৃপ্তি এবং তাতে আকাঙ্ক্ষার যে নিবৃত্তি তা মানুষকে সুখে অভিষিক্ত করে, গৌরবান্বিত করে তোলে।

সংসারে মানুষ সুখের সন্ধানে অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে ক্রমাগত ধাবিত হচ্ছে। সুখ মানুষের লক্ষ্য, সুখের পথে মানুষের সাধনা। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। সে কারণে তার অতৃপ্তিরও সীমা নেই। কিন্তু কোন কোন মহৎ মানুষের হৃদয় বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার অবসানে পরিতৃপ্তি লাভ করে। পাওয়ার যেমন শেষ নেই, তেমনি আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি টানতে পারে, পাওয়ার আগ্রহের অবসান ঘটাতে পারে তার তৃপ্তির আনন্দ হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তুলবে। নিজের হাতে যা এল তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে জীবনে আসবে পরম শান্তি। এই শান্তিই মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। যার মন তৃপ্ত তার সুখের সীমা থাকে না। তুষ্ট হৃদয় তাই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ। সাগর রত্নরাজিতে সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধ সাগরের চেয়েও পরিতৃপ্ত হৃদয়ের সুখশান্তি বেশি সমৃদ্ধ বলে বিবেচনার যোগ্য। তাই মানুষকে পরিতৃপ্ত হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য অর্জনে তৎপর হতে হবে।

৪২

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জীবনের লক্ষ্য বা আদর্শের বাস্তবায়নই মানুষের সর্বপ্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। মহৎ লক্ষ্যের দিকে জীবনের যাত্রা এবং সে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সাধনার সফলতা। সফলতা অর্জনই মানব জীবনের প্রধান কাজ এবং এর জন্য মানুষকে জীবনপণ করতে হবে। আর জীবনের লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে উৎসর্গ করেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে।

প্রত্যেক মানুষের একটা বিশেষ আদর্শ থাকে। সে আদর্শ সামনে রেখে জীবন পরিচালিত হয়, জীবনের সাধনায় অগ্রগতি সাধিত হয়। লক্ষ্যহীন জীবন হালবিহীন নৌকার মত অবশ্যই বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হতে বাধ্য। জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত করে সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সব সময় চেষ্টা চালাতে হবে। এই চেষ্টায় যদি সাফল্য আসে তাহলে জীবনের সার্থকতা প্রমাণিত হবে। লক্ষ্যহীন অর্থহীন জীবন কখনই মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। তাই উদ্যোগী লোকের প্রধান কর্তব্যই হল জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সাধনা করা। সে সাধনার মাধ্যমে আদর্শ বা লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এর জন্য দরকার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা আর উদ্যোগ। জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে। জীবনপণ করে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। দৃঢ় মনোবল থাকলেই সাধনায় সাফল্য আনতে পারে। জীবনকে মহৎ আদর্শে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে হবে এবং এর জন্য দরকার জীবনপণ সাধনা। জীবনের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সার্থকতা নিহিত। এ ব্যাপারে তাই উদ্যোগী মানুষকে তৎপর হতে হবে।

৪৩

যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিছে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জীবনের সার্থক বিকাশ ও পরিপূর্ণ সফলতার জন্য সকলের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগের ফলে শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়া যায়। তাই কাউকে পেছনে ঠেলে একা সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা অনুচিত। সবার সাথে মিলে যে ঐক্যের সৃষ্টি হয় তা বাধা অতিক্রমে সহায়ক হয়ে থাকে এবং সাধনায় আনে সফলতা।

মানুষের স্বার্থবুদ্ধি প্রাধান্য পেলে তার পরিণতি শুভ হয় না। অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজে লাভবান হওয়ার চেষ্টা অন্যায় কর্ম বলে বিবেচনার যোগ্য। নিজের স্বার্থকে যারা বড় করে দেখে তারা মহৎ ব্যক্তি নয়, তাদের কাছে মহৎ কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। তারা সংকীর্ণমনা, তারা অনুদার, তাদের কাজেকর্মে মানুষের কোন কল্যাণ নেই। মানুষ যখন নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় তখন অপরের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়। কারও লাভ কারও ক্ষতি হলে তাতে উন্নতি নেই। ক্ষতিগ্রস্তরা জাতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে রাখে। তারা নিজেদের ক্ষতি পূরণের জন্য সামনে বাধার সৃষ্টি করে। কাউকে নিচে ফেললে সে নিচ থেকে আটকে রাখে। তখন ওপরে ওঠার সুযোগ থাকে না। তেমনি কাউকে পেছনে ফেললে সে পেছন থেকে টেনে ধরে। তখন সামনের ব্যক্তির অগ্রগমন সম্ভব নয়। তাই টানাটানি যদি পরিহার করা যায় তাহলে উভয়ের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সকলের কল্যাণের জন্য যৌথভাবে কাজ করতে হবে। তাহলে উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হবে।

৪৪

যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সে-ই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষ তার সুকর্মফলের মধ্যে বেঁচে থাকে। ভাল কাজই মানুষকে অমর করে রাখে। আত্মস্বার্থে নিয়োজিত হলে জীবনের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে পরের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিলে জীবনে আসে সফলতা, জীবন হয় আনন্দময়। তাই মানুষকে স্বার্থ ত্যাগ করে পরোপকারের মহৎ আদর্শে উদীপ্ত হতে হবে।

মানুষ স্বার্থের জন্য যে কাজ করে তা নিরর্থক। স্বার্থবাদীরা মৃত্যুর মাধ্যমে নিজেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলে। নিজে না থাকলে তার স্বার্থের কাজগুলো আর কেউ রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু জনগণের কল্যাণে মানুষ যে উপহার রেখে যায় তার সুফল মানুষ ভোগ করে বহুদিন ধরে। মানুষ মরণশীল হলেও মানুষ জাতির মরণ নেই। সেজন্য মানুষের জন্য কোন উপকার করা হলে তা যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে বেঁচে থাকবে। যেসব আবিষ্কার আজ বিশ্বকে বিস্মিত করছে তা ব্যক্তি মানুষের অবদান। কিন্তু তা ব্যক্তিগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা হয়নি। মানুষের জন্য সবার জন্য তা উৎসর্গ করে দেওয়া হয়েছে। সবার মন আজ তা স্মরণীয় করে রাখার দায়িত্ব পালনে তৎপর। মহৎকর্মের স্রষ্টা মানুষ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয়। কিন্তু মানুষের মনে সে অমরতা লাভ করে তার মহৎ অবদানের জন্য। তাই ব্যক্তিস্বার্থের কথা না ভেবে সবার স্বার্থের কথা ভাবতে হবে।

৪৫

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ কল্পনার জগতের সৌন্দর্য বাস্তবের আঘাতে ম্লান হয়ে যায়। জীবনের পরিসীমায় বাস্তব হয়ে ওঠে যন্ত্রণাবিদ্ধ। সমস্যাসংকুল জীবনে সৌন্দর্যচেতনার কোন স্থান নেই। বাস্তবের বেদনায় জীবন থেকে আনন্দের সুর ব্যর্থ হয়ে যায়। মানুষের জীবনে এই বাস্তবতার প্রভাবই বেশি প্রাধান্য লাভ করে।

মানব জীবনে মানসিক ও জৈবিক প্রয়োজনের নিরিখে সবকিছু বিবেচিত হয়। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একই জিনিসের ভিন্ন মূল্য ও মর্যাদা নির্দেশিত হয়ে থাকে। কবিতা রচনায়ও একই উপাদান বিপরীত প্রেরণায় রূপ লাভ করতে পারে। পূর্ণিমার চাঁদ সুখানুভূতির চমৎকার রূপকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। কবির কল্পনা তখন উপমায় রূপকে অনবদ্য স্বরূপে প্রকাশের পথ খোঁজে। এ ধরনের কবি মনের পরিচয় তখনই ফুটে ওঠে যখন আনন্দের প্রেরণায় হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়। প্রাত্যহিক জীবন যাপনের আবিলতার অনেক ওপরে তার স্থান। কিন্তু জীবন যদি নিয়ত সংগ্রামশীল হয়, শ্রম আর স্বেদের যন্ত্রণা যদি জীবনকে বেদনাহত করে তোলে তাহলে কবির সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে। যে সংবেদনশীলতা জৈবিক ক্ষুধার জ্বালা, দারিদ্র্যের পীড়নে আবৃত সে নিসর্গকে দূরত্বের সৌন্দর্যে আদর্শায়িত করে না। কল্পনাশক্তি তখন সুন্দরের পথ অনুসরণ করে না। বাস্তবের প্রতিকূল পরিবেশ তখন কবিতার পুষ্পায়নে নতুন সমাধান দেয়। ক্ষুধিত মানুষের কাছে উজ্জ্বল চাঁদের বৃত্তাকৃতি ও বর্ণ ঝলসানো রুটির মত কল্পিত হয়। কল্পনা-নির্ভর সুদূর ও অচেনা প্রসঙ্গ অতিচেনা রূপ পরিগ্রহ করে। এভাবেই কল্পনা অনুসরণ করে বাস্তবকে।

৪৬

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জগৎ সংসার আর প্রকৃতির মাধ্যমে জীবনের যে আনন্দময় অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটছে তার মধ্যেই মানুষ নিজেকে মগ্ন করে রাখতে চায়। এই সুন্দর পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। বরং এর আনন্দের মধ্যে মানুষ জীবনের সার্থকতার সন্ধান করে। সংসারের মধ্যে মানব জীবনের আনন্দের যে রূপ ফুটে তা মানুষকে অভিভূত করে এবং সেখানকার আনন্দময় অবস্থানকে স্থায়ী করে রাখতে চায়, উপভোগ্য করতে চায়।

মানুষ মরণশীল বলে এক সময় এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়। জীবনের এই পরিণতিকে অগ্রাহ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্যম্ভাবী এই পরিণাম সম্পর্কে সচেতন থেকেও মানুষ পৃথিবীকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসে। ভালবাসে তার অপরিসীম সৌন্দর্যের জন্য। মানুষ এই জগতে এসে চারদিকে জীবনের যে আনন্দময় বিকাশ দেখে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করে তা মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। হয়ত এই মায়াময় পরিবেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে, সেজন্য এর প্রতি ভালবাসাও যেন প্রবলতর। বিধাতার আনন্দের ফল এই সুন্দর পৃথিবী। এর সৌন্দর্য জীবনকে এত বেশি আকর্ষণ করে এবং হৃদয়কে এত বেশি অভিভূত করে যে, সবসময়ই মানব কণ্ঠে শোনা যায় এর প্রতি মমত্ববোধের অকৃত্রিম উচ্চারণ।

৪৭

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস–
ওপারেতে সর্বসুখ, আমার বিশ্বাস।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষ তার নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট থাকে না, আরও কিছু পাওয়ার জন্য সে লালায়িত। হাতের কাছে যা আছে তা নিয়ে খুশি থাকা মানুষের স্বভাব নয়, বরং তার আয়ত্তের বাইরে আরও যা কিছু আছে তা লাভের জন্য সে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং না পেয়ে বেদনায় অভিভূত হয়। এই অতৃপ্তির বেদনা নিয়েই মানুষের জীবন।

নদীর জীবনের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি বেশ স্পষ্ট। নদীর দুই পারের মাঝে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এক পার অপর পারের দিকে কেবল তাকিয়ে তার সমৃদ্ধি কল্পনা করে। এদিকের পার নিজের সকল সমৃদ্ধি নিয়েও অতৃপ্ত। তার ধারণা অপর পারের জীবনে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধি বিরাজ করে। অপর পারও একই ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজের খেদ নিয়ে অবস্থান করে। প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে অতৃপ্ত, অপরের প্রতি ধারণা উচ্চ পর্যায়ের। ফলে একটা অতৃপ্তির বেদনা তাদের উভয়েরই ভোগ করতে হয়। মানব জীবনেও একথা সত্য। এখানেও কেউ নিজেকে নিয়ে খুশি নয়। অপরের প্রতি ঈর্ষার দৃষ্টি বিদ্যমান থাকে।

৪৮

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ যে বিষয়ে যার কোন অভিজ্ঞতা নেই সে বিষয়ের মর্ম উপলব্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুখী মানুষ কখনই দুঃখীর দুঃখ বুঝতে পারে না। বিষের জ্বালা বোঝা সম্ভব নয় যদি তার সংস্পর্শ লাভ করা না যায়। সেজন্য জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে মানুষকে সহানুভূতিশীল হতে হবে।

সংসার জীবনে দুঃখী অসহায় মানুষের সীমা নেই। সুখের চেয়ে বরং সংসারে দুঃখেরই আধিক্য বিরাজমান। এসব দুঃখী জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তাদের জীবনে হাসি ফোটাতে হবে। এজন্য দরকার দুঃখী জনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা। দুঃখী জীবনের বেদনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা জানতে পারলেই এই উদ্দেশ্য সফল করা সহজ হবে। কিন্তু যে লোক চিরদিন সুখে দিন কাটায় এবং দুঃখ বলতে কি বোঝায় তা জানে না তার পক্ষে ব্যথিত জনের দুঃখ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা মোটেই সম্ভব নয়। ভুলেও তার মনে দুঃখীর দুঃখ অনুভূত হবে না। তেমনি সাপে যাকে কামড়ায়নি তার পক্ষে বিষের যন্ত্রণা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য জীবনে ব্যথা বেদনা অনুভব করার সুযোগ থাকে না। সেজন্য দুঃখী জনগণের জীবন থেকে দুঃখ দূর করার কোন সদিচ্ছা দেখা যায় না। বিশ্বের জীবনকে সুন্দর করার জন্য অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। তাই দুঃখী মানুষের দুঃখের অভিজ্ঞতা অর্জন করা দরকার। এই অভিজ্ঞতা দুঃখী জীবনের পাশে সহানুভূতি সহকারে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য করবে। পরের দুঃখে কাতর হয়ে পরোপকারে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

৪৯

হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ অতীতের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানের জীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতি। আগামী দিনের জন্যও অতীত অনন্ত প্রেরণার উৎস। তাই অতীতকে উপেক্ষা করা বা অতীতের কথা মনে না রাখা সমীচীন নয়।

অতীত মানুষের কাছে বিগত দিনের স্মৃতি। জীবন পথে ফেলে আসা দিনগুলোই অতীত। সেখানে যা কিছু ঘটেছে তা আজ চোখের আড়ালে চলে গেছে। সেজন্য অতীতকে অনেকে মৃত বলে বিবেচনা করে এবং বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আসলে অতীত উপেক্ষার নয়, ভুলে যাওয়ারও নয়। অতীত থেকেই বর্তমানের জন্ম। এই বর্তমানও একদিন অতীত হয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ দখল করবে বর্তমানের স্থান। একদিন তারও বিলুপ্তি ঘটবে অতীতের গর্ভে। আজকে যা অতীত তা এক সময় বর্তমান ছিল। আর তখন মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল ফলিয়েছে। সৃষ্টি করেছে নতুন সভ্যতা আর সংস্কৃতির। অতীতের সেই অবদানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের বিশ্বের মানুষ। এখনকার মানুষের যা কিছু গৌরব তা অতীতেরই অবদান। অতীতের সমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে মানুষ প্রেরণা নেয়। অতীতের শিক্ষা মানুষকে আগামী দিনের পথ নির্দেশ করে। অতীত সংগোপনে সক্রিয় থেকে মানুষকে এগিয়ে যাবার পথ দেখায়। তাই অতীতকে ভুললে ভুল করা হবে।

৫০

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ উত্তম আর অধমের জীবন পথে কোন সংকট নেই। কিন্তু যে মধ্যম তার সমস্যার জটিলতা আছে, তার সংকট অনেক বেশি। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাকে সচেতনভাবে পদক্ষেপ নিতে হয়। তাই সে সকলের সাথে মিশতে পারে না। তার অবস্থান স্বতন্ত্র।

উত্তমের স্থান মর্যাদাপূর্ণ। সবার আগে তার স্থান। সেখান থেকে তার হারাবার কিছু নেই বলে সে অধমের সাথে মিশতে পারে। অধমের পক্ষে উত্তমের কাছ থেকে কিছু নিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ উত্তম অধমের কাছ থেকে মর্যাদায় অনেক দূরে থাকে। কিন্তু সমস্যা মধ্যমের। মধ্যম আর অধম খুব কাছাকাছি। তাদের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নেই। তাই মধ্যম যদি অধমের সাথে মিলে যায় তাহলে সে স্থানচ্যুত হয়ে অধমের সাথে এক হয়ে যেতে পারে। এতে মধ্যমের মর্যাদা শেষ হবে এবং সে অধমের পর্যায়ে বিবেচিত হবে। এ কারণে মধ্যম নিজেকে রক্ষা করতে চায় এবং সে উদ্দেশ্যে সে অধমের কাছ থেকে দূরে অবস্থান গ্রহণ করে। আসলে মানব জীবনে মধ্যম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্নদের সমস্যা মর্যাদা হারানোর। ওপরে ওঠা তাদের কঠিন। নিচের টানে নেমে যাওয়ার আশংকাই বরং বেশি।

৫১

চরিত্র জীবনের অলঙ্কার ও অমূল্য সম্পত্তি।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ অলঙ্কার যেমন সৌন্দর্যের উৎস তেমনি মানব জীবনের অলঙ্কার হিসেবে চরিত্র বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। চরিত্র জীবনের এমন একটি মহামূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত যার কোন বিকল্প নেই। চরিত্রই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। চরিত্র আনে জীবনের সমৃদ্ধি। চরিত্রের মাধ্যমেই ঘোষিত হয় জীবনের গৌরব।

চরিত্র বলতে মানব জীবনের মহৎ গুণাবলীর সুষ্ঠু সমাবেশ বোঝায়। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে মহৎ গুণাবলী অর্জন করতে হয়। আর সে সব মহৎ গুণের সংমিশ্রণেই মানুষের মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটে। মানুষ তখন মানুষ হয়ে ওঠে। মহৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হলে জীবনের সফলতা প্রমাণিত হয়, সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে জীবন। শ্রেষ্ঠ মানুষের এই সুন্দর সফল জীবনই অভিপ্রেত। তাই মানুষের সাধনা তার চরিত্র গঠনের সাধনা। চরিত্র জীবনকে যেহেতু সুন্দর করে, সার্থক করে সেজন্য তা অলঙ্কারের মতই সৌন্দর্যের সহায়ক। আর চরিত্রকে সম্পত্তি হিসেবেও বিবেচনা করা আবশ্যক। কারণ চরিত্র দিয়েই মানুষ নিজেকে সুখী ও গৌরবান্বিত করে তোলে। চরিত্র দিয়ে জীবনের যে গৌরবময় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা আর কিছুতেই সম্ভব নয় বলে সবার ওপরে চরিত্রের সুমহান মর্যাদা স্বীকৃত।

৫২

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষ যে সমাজে বাস করে সেখানে পরস্পর নির্ভরতা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। যে সমাজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে মানুষ সংসার জীবন যাপন করে সে সমাজে আছে নানা ধরনের লোক—জ্ঞানী-মূর্খ, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, গুণী-নির্গুণ নানারকম সমাবেশ সেখানে। সঙ্গ নির্বাচনে একমাত্র বিবেচনার দিক হল গুণবানের বৈশিষ্ট্য— যার সহায়তায় জীবন হয়ে ওঠে সুখকর। সেখানে দুর্জন বা চরিত্রহীন লোকের অনুপ্রবেশের কোন সুযোগ নেই।

মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ তার চরিত্র। চরিত্রকে সম্পদ বলে বিবেচনা করা হয়। চরিত্রের গুণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ আদর্শের মর্যাদা পায়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে অপরাপর বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। বিদ্বান হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুণ। বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। বিদ্যা মানুষের চোখ মন খুলে দেয়। ফলে আরও মহৎ হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয় বিদ্যার সহায়তায়। বিদ্বান যত বেশি উপকারী অন্যে তত নয়। কিন্তু বিদ্বানকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে বিদ্বান মহত্ত্বের উৎকর্ষ ঘটায়। বিদ্বান যদি চরিত্রহীন বা দুর্জন হয় তাহলে তাকে দিয়ে কোন উপকার আশা করা অনুচিত। তার মন্দ প্রকৃতি সকল গুণ ম্লান করে দেয়। দুর্জন স্বভাব বৈশিষ্ট্যেই অন্যের ক্ষতি করে। তার মধ্যে বিদ্যা থাকলেও তা কাজে আসে না। তাই সুন্দর জীবনের জন্য, জীবনের সুন্দর রূপায়ণের জন্য দুর্জনকে পরিহার করতে হবে— তার বিদ্যাবত্তা বিবেচনার যোগ্য নয়।

৫৩

মনুষ্য জাতির ওপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ স্নেহ প্রীতিপূর্ণ হৃদ্যতাময় মানব জীবনই সবচেয়ে উপভোগ্য। মানবপ্রীতির মত এমন অনাবিল অনুভূতি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয়ের ভালবাসার মর্যাদা সকল সুখের ওপরে বলে বিবেচনার যোগ্য।

মানুষকে ভালবাসার মধ্যেই জীবনের সফলতা নিহিত। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে বিবেচিত। পরের উপকারের মধ্যে আছে আনন্দ। পরের সুখকে নিজের সুখ বলে গ্রহণ করলে জীবনের আদর্শের মহৎ রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়। অপরের কল্যাণ সাধনের মধ্যে জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারলে তা পরম আনন্দের মনে হয়। সবার সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার সাথে নিজেকে বিজড়িত করে রাখতে পারলে জীবন বেশি মধুময় মনে হয়। সেজন্য মানব জাতির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা আদর্শ মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানবপ্রীতিতে উদ্ভাসিত হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। জীবন তখন সুখময় মনে হয়। জীবনের যথার্থ আনন্দলাভের জন্য তাই মানুষের প্রতি ভালবাসার পরিচয় দিতে হবে। এতেই জীবনের সার্থকতা।

৫৪

লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলে যায়। কীর্তি এবং অকীর্তি জগতে বিচরণ করতে থাকে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জীবন থেকে মানুষ যখন চিরবিদায় গ্রহণ করে তখন তার কর্মফল পেছনে পড়ে থাকে। তার জীবনের মূল্যায়ন করা হয় সেই কর্মফলের ভালমন্দ বিবেচনার মাধ্যমে। জীবনের অবসানে মানুষের কীর্তি-অকীর্তি জগতের বুকে বিরাজ করে মানুষের পরিচয় তুলে ধরে।

জীবনের পরিণতি মৃত্যু। অবশ্যম্ভাবী এই পরিণতি বরণ করার সাথে সাথে জীবনের ভাল বা মন্দ সকল কাজ-কর্মের অবসান হয়। মরদেহ সমাহিত হওয়ার সাথে সাথেই কর্মজীবনের যবনিকাপাত ঘটে। কিন্তু এর পরও মানুষের স্মৃতি অপর মানুষের হৃদয়ে জাগরূক থাকতে পারে যদি কীর্তিকলাপ তেমন স্মরণীয় বলে বিবেচিত হয়। মানুষের জীবনের কর্মফল ভাল-মন্দ—দুই বিপরীতধর্মী খাতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। কৃতী মানুষের কীর্তি উজ্জ্বল হয়ে থাকে পরবর্তীকালের মানুষের মনে। সেসব কীর্তি ফুলের মত সুবাস ছড়ায়। জীবনের গৌরব এতে বিঘোষিত হয়। অপরদিকে অকীর্তি যদি জীবনে কিছু থাকে তাও কিন্তু মানুষ ভুলে না। অগৌরবের গ্লানি নিয়ে তা বিরাজমান থাকে। মানুষ থাকে না, থাকে তার কীর্তি, এই কীর্তি যাতে সুকীর্তি হয় সে ব্যাপারে কৃতিমান মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।

৫৫

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ স্বাধীনতা জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ। স্বাধীন থাকার মর্যাদা ও গৌরব অতুলনীয়। স্বাধীনতাকে সমুজ্জ্বল করে রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি সাধনার প্রয়োজন। গুণে ও গৌরবে সমৃদ্ধ করে স্বাধীনতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হয় বলে তার জন্য নিরলস শ্রম দান করা আবশ্যক। সেদিক থেকে স্বাধীনতা অর্জনের কঠোর সাধনার চেয়ে তা রক্ষার জন্য সাধনা কঠোরতর হওয়া অপরিহার্য।

স্বাধীনতা অর্জন কঠোর শ্রম ও সীমাহীন ত্যাগের ফল বলে বিবেচনা করতে হয়। জীবনকে বাজি রেখে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম করতে হয়। এভাবে অর্জিত স্বাধীনতা শুধু অর্জনের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে তার যথার্থ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্বাধীনতাকে মর্যাদাশীল করে রাখতে হবে। আর মর্যাদাশীল করে রাখার কাজটিই সবচেয়ে দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সংগ্রাম আর অপরিসীম আত্মত্যাগে যে স্বাধীনতার আগমন ঘটে তার সামনের দিনগুলো আরও ভয়াবহ ও সংকটময় বলে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করতে হবে। তার সুফল সবার জন্য অবারিত করতে হবে। বাইরের শত্রুর আক্রমণ

প্রতিহত করা স্বাভাবিক। কিন্তু ভিতরের শত্রু বড় বেশি ভয়ঙ্কর। বাইরের ও ভিতরের বিরোধিতা থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সাধনা যথার্থই কঠোর সাধনা। ঐক্যবদ্ধ দেশবাসী যদি তা প্রতিরোধ করতে পারে তা হলে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষিত হবে এবং তখনই স্বাধীনতা অর্জন সার্থক বলে বিবেচিত হতে পারবে।

৫৬

সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সাহিত্যের সাথে মানব জাতির জীবন ও সমাজের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। জীবন ও সমাজকে নিয়েই সাহিত্য। কবিসাহিত্যিকেরা সমাজেরই মানুষ। সমাজ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়। সেজন্য সাহিত্যে সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটে। সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলে অভিহিত করা হয়।

সাহিত্য সমাজকে নিয়ে সমাজের মানুষের জন্য সমাজের মানুষ দিয়ে তৈরি। লেখকেরা তাঁদের চারপাশের জীবন থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা তাঁদের লেখায় প্রকাশ করেন। চারদিকে তাঁরা যা দেখেন, যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তার সাথে মনের কল্পনা মাধুরী মিশিয়ে রচিত হয় সাহিত্য। সেজন্য সাহিত্য রচনার মূল উপকরণ মানুষের জীবন তথা সমাজ। লেখকেরা সমাজেরই অধিবাসী। তাঁরা লেখেন মানুষের জন্য। তাঁরা উপকরণ সংগ্রহ করে সমাজের জীবনধারা থেকে। সেজন্য সাহিত্যের মধ্যে যে জীবন বিধৃত হয় তা সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার জীবন। সাহিত্য পাঠ করে এই সমাজ জীবনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এদিক থেকে সাহিত্য সমাজ জীবনের তথা জাতির দর্পণ। সমাজের মানুষ সাহিত্যের মাধ্যমে নিজের জীবনের প্রতিফলন লক্ষ্য করে। সাহিত্যে জীবনের এই প্রতিফলন ঘটেছে বলে মানুষের কাছে যুগ যুগ ধরে তা সমাদৃত এবং জীবনকে বৈচিত্র্যময় রূপে প্রত্যক্ষ করার উৎস হিসেবে বিবেচিত।

৫৭

শুধু পড়াশোনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে বেশ মুখস্থ বলতে পারে; হাতে আনা বড় শক্ত।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ শিক্ষার্থীর মাথা বিদ্যার সোনালী ফসলের ভাণ্ডার হয়ে উঠলেই শিক্ষার সার্থকতা দেখা দেয় না। শিক্ষার সফলতা সে জ্ঞানের ফসলের যথার্থ ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। শেখা বিদ্যাকে যে কোন ডিগ্রি দিয়ে চিহ্নিত করা হোক না কেন, প্রাপ্ত জ্ঞানকে গ্রহণ ও ব্যবহার করাই আসল কথা।

মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের মূলে আছে অর্জিত বিদ্যার যথার্থ প্রয়োগের ব্যাপারটি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে বিদ্যা লাভ করা যায়, তা মানসিক পুষ্টির সহায়ক হতে পারে। কিন্তু সে বিদ্যা হজম করার শক্তি মানুষের নিজের এবং তা ব্যক্তি সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যাকে আত্মস্থ করে জীবনের জন্য কল্যাণপ্রদ করে তোলার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর। বিদ্যার প্রয়োগ সমস্যাটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানবিক শক্তির উদ্যমশীলতা বিদ্যাকে উপকারী প্রয়োগে নিয়োজিত করে। পুঁথিগত বিদ্যাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে তার বাস্তব প্রয়োগ সাধন করা দরকার। জীবনের কাজে বিদ্যাকে ব্যবহার করতে পারলে সে বিদ্যার্জন ফলবান হয়ে উঠতে পারবে। বিদ্যাকে জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে প্রয়োগের সামর্থ্য শিক্ষার্থীকে অর্জন করতে হবে। বাস্তব প্রয়োগহীন বিদ্যা বাজনার বোলের মত যা হৃদয়ে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে না। অমূর্ত বিদ্যাকে যখন জীবনে অর্থবহভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় তখনই তা সাফল্যের দাবিদার।

৫৮

বই কিনে কেউ কখনও দেউলে হয়নি।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ বই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বই থেকে জ্ঞান আহরণ করার জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য প্রচুর বই কেনা। এতে যত বেশি অর্থ ব্যয় করা যায় তাতে তত বেশি মঙ্গল। আর বই কেনায় অর্থ নিয়োগ করা হলে তা সম্পদের অপচয় তো নয়ই বরং তা জীবনের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বই কেনায় লাভ এত বেশি যে এতে দেউলে হওয়ার কোন আশংকা থাকে না।

মানব সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট সাধনা করতে হয়। আর এই সাধনার অন্যতম উপায় হল বই পড়া। বইয়ের রাজ্য থেকে জ্ঞান অর্জন করে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হবে। বই পড়ার সুযোগ করতে হবে এবং তার জন্য গ্রন্থাগার থেকে উপকার পাওয়া যাবে। কিন্তু বই কিনে পড়ার ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বই হাতের কাছে থাকলে তা বারবার পড়া যায়। প্রয়োজন মুহূর্তে তা কাজে লাগে। কিন্তু বই কেনার সাথে আরেকটি বিষয় জড়িত। বই বেশি কিনলে বাজারে বইয়ের কাটতি হয়। তখন বেশি বই প্রকাশিত হবে, লেখকরাও বেশি বেশি বই লিখবেন। বেশি বই পেলেই মানুষের বেশি উপকার। তাই জীবনের অন্যান্য খরচ বাঁচিয়ে বেশি করে বই কিনতে হবে। বইয়ের জন্য অর্থ ব্যয় অপচয় নয়, তা বড় ব্যাপকভাবে উপকারী। বই কিনে ক্ষতি হয় না, বরং বহুভাবে উপকার হয়। তাই দেউলে হওয়ার কোন আশংকাই নেই।

৫৯

বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের জীবন ও বিদ্যার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পারস্পরিক এই সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হলে তা কারও পক্ষেই কল্যাণকর বিবেচিত হয় না। সেজন্য বিদ্যার সাথে জীবনের এবং জীবনের সাথে বিদ্যার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে উভয়ের সার্থকতা বিধান করতে হবে।

মানব সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায় না। মানুষকে বিদ্যা অর্জনের সাধনা করে তবে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হবে। সেজন্য জীবনের সফলতার জন্য বিদ্যা অর্জন অপরিহার্য শর্ত। বিদ্যাহীন লোকের কোন মূল্য নেই। বিদ্যার অভাবে সে অন্ধের মত জীবন যাপন করে। উন্নত জগতের সাথে অশিক্ষিত লোকের কোন সংযোগ নেই। শিক্ষার অভাবে তার মনের বিকাশ ঘটে না। শিক্ষা না থাকায় তার মনের অন্ধত্ব ঘোচে না। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন যোগ্যতাহীন হয়ে থাকে। যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জন করার জন্যও দরকার শিক্ষার। শিক্ষার এই গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ সারা জীবন ধরে বিদ্যা অর্জন করে। জ্ঞানের সাধনার পথের শেষ নেই। মানুষ অন্ধ হয়ে থাকতে চায় না বলে বিদ্যার এত চর্চা। অপরদিকে বিদ্যাকে জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। বিদ্যা হবে জীবনমুখী। যে বিদ্যার সাথে জীবনের কোন সংযোগ নেই তা মানুষের কোন উপকারে আসে না। এমনকি ডিগ্রি অর্জন করে তা জীবনে কাজে লাগাতে না পারলে তার কোন মূল্য থাকে না। সেজন্য বিদ্যাকে এমনভাবে রূপায়িত করতে হবে এবং তাকে জীবনের যথার্থ উপকারে লাগাতে হবে। কেউ বিদ্যা অর্জন করে তা জীবনে কাজে লাগাতে না পারলে তার পরিশ্রম মূল্যহীন বিবেচিত হয়। এমন জীবন-সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু বা কাজের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৬০

সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। মানব জীবন সুগঠন ও সুন্দর বিকাশের জন্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামোর ভিতর দিয়ে শিক্ষা অর্জনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। আর এই শিক্ষা অর্জন করেই শিক্ষিত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষা অর্জিত হলেও শিক্ষার সীমা সেখানে শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হলে মানুষকে নিজস্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। স্বশিক্ষা বা নিজে নিজে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় বেশি জ্ঞানের জন্য।

শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ধাপে ধাপে এগিয়ে শিক্ষার্থীরা সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করে এবং শিক্ষিত হিসেবে পরিচিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। নির্দিষ্ট ডিগ্রি প্রদানের মধ্যেই তার দায়িত্ব শেষ হয়। কিন্তু শিক্ষার পরিধি অনেক বড়। সেই বিশাল পরিধির বিষয়কে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। জ্ঞানের রাজ্য অসীম এবং তা বাঁধাধরা পাঠ্যসূচির মাধ্যমে আয়ত্ত করা চলে না। সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে লোক শিক্ষিত নামে পরিচিত হয়। কিন্তু জ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করে যে ব্যাপক শিক্ষা অর্জন করা যায় তা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। শিক্ষিত লোককে আরও বেশি শিক্ষার জন্য জ্ঞানের রাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করতে হয়।

নিজের উদ্যোগে শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষিত ব্যক্তি আরও বেশি শিক্ষিত হয়ে ওঠে। বলা হয়ে থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার পরই প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। যথার্থ জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজের চেষ্টায় জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে হয়। সুশিক্ষার জন্য নিজের উদ্যোগের প্রয়োজন। স্বশিক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষিত হয়ে ওঠা সম্ভব। সেজন্য সারা জীবন ধরে মানুষের জ্ঞান সাধনা চলে।

৬১

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জ্ঞানের উপযোগিতা ও গুরুত্বের কোন তুলনা নেই। জ্ঞানই শক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। মানব জীবনে জ্ঞানের সীমাহীন প্রয়োগে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। জ্ঞানের পথ ধরেই মানুষ আদিম জীবন থেকে বর্তমানের উন্নত জীবনে এসে পৌঁছেছে। বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে জ্ঞান বাহন হিসেবে কাজ করছে। জ্ঞানের গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম।

সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো মানুষ নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত। মানুষের আচার আচরণ সর্বত্র এক নয়। আকারে-প্রকারে, ধর্মে-বর্ণে মানুষের এই পার্থক্য বিশ্বের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনার যোগ্য। মানুষে মানুষে এই পার্থক্য বর্তমান থাকলেও একটি ক্ষেত্রে মানুষের ঐক্য রয়েছে এবং তা হল জ্ঞানের বিষয়ে। জ্ঞান মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, এক মহামিলনের তীর্থে মানুষকে মিলিত করেছে। মানুষ দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণে যতই পৃথক হোক না কেন জ্ঞান সাধনার পথে মানুষের কোন ব্যবধান নেই। সবাই একই পথের পথিক, কারণ জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের ভিন্নতা নেই। জ্ঞান সকলের মনকে সমানভাবে উচ্চকিত করে। জ্ঞানের তাৎপর্য একজনের কাছে একরকম, অন্য জনের কাছে ভিন্ন রকম এমন মনে করার কোন কারণ নেই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জ্ঞান সকল বিশ্বমানবের কাছে একই মর্যাদায় বিধৃত হয়। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। জ্ঞানের রাজ্যে মানুষের মনের কোন পার্থক্য নেই। জ্ঞান মানুষের মধ্য থেকে সকল পার্থক্য দূর করে। জ্ঞানের ফল সকল মানুষই ভোগ করে। সবাই জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারে। জ্ঞানের সীমাহীন তাৎপর্য বিশ্বের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে।

৬২

জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জ্ঞানে মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায় জ্ঞানের অধিকারী হলে। অন্যদিকে জ্ঞানহীন মানুষ পশুত্বের পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারে না। তাই মানুষকে সবসময় জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকা অত্যাবশ্যক।

মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেই মানুষের জীবন মানবিক গুণসম্পন্ন হয় না। মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষের জীবন ক্রমেই জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান করে। নানা বিদ্যায় সে পারদর্শী হয়ে থাকে। জ্ঞানের আলোকেই মানুষের জীবন বিকশিত হয়। জ্ঞান মানুষকে বিশ্ব জগতের সাথে পরিচিত করে। মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। অন্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য এখানেই। বিশ্বের তাবৎ প্রাণীর ওপর মানুষ প্রভুত্ব করছে জ্ঞানের শক্তিতে। বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে জ্ঞানের অবদানের ফলে। বিশ্বজগতের বর্তমান উন্নতির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের জ্ঞানের সাধনা। অপরদিকে শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে জ্ঞানের সাথে যেসব মানুষ পরিচিত হতে পারেনি তারা যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদা পায়নি। তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে চিরদিন আবদ্ধ হয়ে আছে। তারা যোগ্যতাহীন। কিছু অবদান রাখার মত সামর্থ্য তাদের নেই। তারা উন্নত জীবনের সন্ধান পায়নি। জ্ঞানের অভাবে তারা আধুনিক জীবনের সম্পদও ভোগ করতে পারে না। তাদের জীবনের সাথে পশুর জীবনের কোন পার্থক্য নেই। মানুষ ও পশুর মধ্যে জ্ঞানই ভেদরেখা টেনে রাখে। তাই জ্ঞান অর্জিত না হলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না।

৬৩

নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্যের প্রসূতি।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ শিক্ষার স্থান মানব জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে উন্নতির কোন বিকল্প উপায় নেই। যে ব্যক্তি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তার জীবন ব্যর্থ। চরম দুর্ভাগ্য নিয়ে তার জীবনের দিন কাটাতে হয়।

নিরক্ষরতা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত। মানুষ শিক্ষা গ্রহণ না করলে কোন যোগ্যতার অধিকারী হতে পারে না। শিক্ষা বা জ্ঞানের আলো মানুষের জীবন আলোকিত করে। জন্মের পর থেকে শিশুকালেই শিক্ষার শুরু হয় এবং যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তারা যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকে। যেসব জাতি শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রগতি সাধন করেছে তারাই বিশ্বের উন্নত জাতি হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর জাতির সমস্যার শেষ থাকে না। তাদের উন্নতির কোন পথ নেই। শিক্ষাকে উন্নয়নের পূর্ব শর্ত বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তি জীবনে শিক্ষা থেকে বঞ্চিতরা উন্নত জগতের সাথে পরিচিত নয়। চোখ থাকতেও তারা অন্ধের মত বিশ্বের সাথে সম্পর্কহীন জীবন যাপন করে। অক্ষরজ্ঞানহীন লোকের কোন যোগ্যতা থাকে না। উন্নত জীবন যাপনের সাথে তারা পরিচিত নয়। উন্নত পেশা লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। দারিদ্র্য তাদের জীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ তাদের জানা নেই। নিরক্ষরতার অভিশাপ বয়ে বেড়ানোই তাদের কাজ। শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, জাতীয় জীবনেও নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে। জাতি যদি নিরক্ষর হয় তবে তার অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকে না এবং নানা সমস্যায় জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। নিরক্ষর জাতি আধুনিক জগৎ থেকে পৃথক হয়ে বিরাজ করে এবং সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই সারা বিশ্ব থেকে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৬৪

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। শিক্ষা না পেলে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। শিক্ষার অভাবে জীবনে নানা কুসংস্কার ও অনাচার দেখা দেয়। শিক্ষাহীন জীবন সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারে না। সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় শিক্ষার অভাবে। তাই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা চলে।

ব্যক্তি জীবনে শিক্ষা হল জীবন বিকাশের একটি অপরিহার্য শর্ত। ব্যক্তি জীবনের শিক্ষার প্রভাব জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তি শিক্ষিত হলে জাতিকে শিক্ষিত বলা চলে। শিক্ষা ছাড়া জাতির অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন। শিক্ষার আলোকে জাতীয় জীবন আলোকিত হলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় হয়। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে জাতি হয়ে উঠে সমৃদ্ধ। জাতীয় উন্নতি এই শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষাকে জাতীয় উন্নতির পূর্বশর্ত বলে মনে করা হয়। যে জাতির শিক্ষিতের হার যত বেশি সে জাতি তত উন্নত। আজকের বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত দেশগুলো থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা হয়েছে বলে তাদের উন্নতি সম্ভব হয়েছে। জাতীয় জীবনের জন্য শিক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করা যায় না। শিক্ষাকে তাই জাতির মেরুদণ্ড বলে বিবেচনা করা হয়। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ দাঁড়াতে পারে না জাতির অস্তিত্বের জন্যও শিক্ষা তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

৬৫

চরিত্র মানব জীবনের মুকুটস্বরূপ।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের জীবনের সফল বিকাশের জন্য চরিত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। চরিত্রের মাধ্যমেই মানুষের পরিচয়। জনসমক্ষে নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয় তা হল তার চরিত্র। চরিত্র না থাকলে তথা চরিত্রহীন হলে মানুষ যেমন পশুর সমান হয়ে পড়ে, তেমনি চরিত্রবান হওয়ার জন্য মানুষের মর্যাদা হয় অনেক বেশি। তাই চরিত্রই মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

সাধারণত চরিত্র বলতে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী বোঝায়। চরিত্রবান লোকের মধ্যে সদগুণের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন গুণের সমন্বিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় চরিত্রবান লোকের মধ্যে। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার পর মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। জীবনের বিচিত্র শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ নিজের চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটায়। সেজন্য মানব জীবনে অনেক সাধনা করতে হয়। সাধনার ফলেই জীবনের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। জীবনের এই সাফল্যের জন্য সদগুণের সাধনা করা চরিত্রবান লোকের বৈশিষ্ট্য। চরিত্র এভাবে মানব জীবনকে মহৎ করে তোলে।

অপরদিকে যার চরিত্র বলতে কিছু নেই মানুষ হিসেবে তার কোন মর্যাদা নেই। চরিত্রহীন লোকের মধ্যে নানা রকম অন্যায় অনাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা সামাজিকভাবে হেয় বিবেচিত হয় এবং সমাজ তাদের যথার্থ মানুষ বলে মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়। চরিত্রহীন লোক ব্যক্তিজীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। জাতীয় জীবনেও তার অবদান রাখার মত কিছু থাকে না। জীবনের সফলতার ব্যাপারে চরিত্রহীন লোকেরা ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। চরিত্রহীন লোককে পশুর চেয়ে অধম বলে বিবেচনা করা হয় বলে তাদের কোন মর্যাদা থাকে না। মানুষকে জীবনের সফলতার জন্য সচেতন সাধনার মাধ্যমে চরিত্র গঠন করতে হবে। চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠলে নানা গুণের সুন্দর সমাবেশ ঘটে। তখন চরিত্র বলে মানুষ সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায় এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুকুট যেমন মাথায় পরিধান করলে মর্যাদা ও গৌরব ঘোষিত হয়, চরিত্রও তেমনি মর্যাদার নিদর্শন। মুকুট মাথার ওপরে থাকে, চরিত্রও তেমনি জীবনে সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী। চরিত্রগুণেই ব্যক্তি মাথা উঁচু করে থাকে।

৬৬

দুঃখ যে পাপের ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যেরও ফল হইতে পারে। কত ধর্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সাধারণ ধারণায় দুঃখকে পাপের পরিণাম বলে যে বিবেচনা করা হয় তা যথার্থ নয়। বরং দুঃখ থেকেই সুখের উৎপত্তি বলে পুণ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে দুঃখকে বরণ করা আবশ্যক। মহামনীষিগণের জীবনে এর নিদর্শন সুস্পষ্ট।

সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষেরই দুঃখবোধ আছে। অপরাপর প্রাণীর মধ্যে তা স্পষ্ট নয়। দুঃখের মাধ্যমে মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। জীবনের অনেক সত্য উন্মোচন করে দুঃখ। অবশ্য পাপের পরিণতি হিসেবে দুঃখের আগমন ঘটে এমন ধারণা প্রচলিত আছে। দুঃখে মানুষ কাতর হয়, অনেক সময় নৈরাশ্যে হাহাকার করে। তখন জীবন অভিশপ্ত মনে হয়। দুঃখের অবস্থা প্রতিকারের জন্যও মানুষ চেষ্টা করে। তবে জীবনের সাথে দুঃখের সংযোজন করলে দেখা যাবে যে দুঃখ জীবনেরই বৈশিষ্ট্য এবং তা সুখের বিপরীত। জীবনে যাঁরা মহৎ সৃষ্টি বা অবদান রাখায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাঁরা দুঃখকে তাঁদের সাধনার সহায়ক বলে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁরা সত্য ও সুন্দরের সাধনার পথে বের হয়েছেন দুঃখকে পাথেয় হিসেবে নিয়ে। এক্ষেত্রে দুঃখের মাধ্যমে মহামনীষিগণ জীবন, জগৎ ও জগতাতীতের পরম সত্য উদ্‌ঘাটনে সফলকাম হন। তাঁরা দুঃখ থেকে পলায়ন না করে দুঃখকে নির্ভীকভাবে বরণ করেই সাধনায় সফল হয়েছেন। তাই দুঃখকে সুখের সাথে অভিন্ন কল্পনা করে দুঃখকে পুণ্যের পরিণাম বলে ভাবতে হবে।

৬৭

তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট রেখে স্বার্থসাধনে তৎপর হয়। তখন বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের নামে প্রভাবশালীরাই বাহুল্য সুবিধা ভোগ করে থাকে। বঞ্চিতেরা সহজে উদ্ধার কামনায় বিত্তবানদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে অনাবশ্যক প্রশংসায় মুখর হয়।

মানব সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে যে, এক দল সুবিধাভোগী, অপর দল বঞ্চিত। বঞ্চিতেরা সুবিধাভোগীদের প্রশংসা করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ে তৎপর হয়। স্তুতি বা প্রশংসার মাধ্যমে মানব মন জয় করার যে সুযোগ রয়েছে তা বঞ্চিতেরা গ্রহণ করে থাকে। স্তাবকদের প্রশংসায় সুবিধাভোগীরা নিজেদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে ফেলে। তাছাড়া সুবিধাভোগীরা যে অবস্থানে বিরাজ করে সেখান থেকে ক্ষমতার প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। প্রভাবের জন্য তখন সুবিধাভোগীরা সকলের আনুগত্য অর্জন করে। সমস্যা জর্জরিত মানুষ দুর্বলের কাছে যায় না, যায় সবলের কাছে। সবল এতে আরও সুবিধা পেয়ে বেশি সবল হয়ে ওঠে। মানুষ এভাবে তেলা মাথায় তেল দেওয়ার কাজ চালিয়ে যায়। সুবিধাভোগীরা এভাবে আরও সুবিধা পায়, বঞ্চিতেরা বঞ্চিতই থেকে যায়। মানব জাতির এই প্রবণতা সমাজে সমতা আনার প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

৬৮

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে চেনা যায়। কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব জীবনের অত্যাবশ্যক চাহিদা মেটানোই মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে। মানুষ যা করতে বাধ্য তার মধ্যে তার মানস প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। যদি প্রয়োজনের বাইরে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে তাতে মানব মনের যথার্থ স্বরূপ অবহিত হওয়া চলে।

জীবনের প্রয়োজনে মানুষ আবদ্ধ হয়ে আছে। অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত ঘানি টানতে হচ্ছে। সেখানে তার স্বাধীনতা নেই। আর যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে তার স্বরূপ চেনা দায়। মানুষের আসল রূপের পরিচয়ের জন্য তাকে গণ্ডীর বাইরে আনতে হবে। সীমাবদ্ধতার মধ্যে মনের আসল চেহারাটা বের হয়ে আসে না। সেজন্য প্রয়োজনীয় খরচের বাইরে বাজে খরচের মধ্যে মানুষের মনের খেয়াল খুশির প্রকাশ ঘটে। আর তার মধ্যে মনের স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। বাজে খরচ বাধ্যতামূলক নয়, তা মনের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। সেখানে মনের গতি প্রকৃতির পরিচয় মিলে। মনের ভাল লাগা, মন্দ লাগার সাথেই অপব্যয়ের সম্পর্ক। বাঁধা নিয়মে ব্যয়ের বাইরে এসে নিজের খেয়ালে অপব্যয় হয়। সেখানে মনের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায় বলে মানুষকে চেনা তখন সহজ হয়।

৬৯

মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মহৎ কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। একদিন জীবনের পরিধি শেষ হয়ে যায়। মানুষ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু পেছনে থেকে যায় মানুষের সৎ কর্ম, তার ভাল কাজ। আর এই কাজের সুফল বয়ে বেড়ায় কৃতী মানুষের গৌরবের সুবাস।

মানুষের জীবনকে দীর্ঘ বয়সের সীমারেখা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। জীবনে যদি কোন ভাল কাজ না থাকে তবে সে জীবন অর্থহীন। তার তখন কোন মর্যাদা থাকে না। সে নিষ্ফল জীবনের অধিকারী মানুষটিকে কেউ মনে রাখে না। নীরব জীবন নীরবেই ঝরে যায়। পরবর্তী কালের মানুষও তার সম্পর্কে নীরবতা পালন করে। সৎকর্মহীন মানুষ যে জীবন যাপন করে তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তার বয়স নিছক দিন যাপনের গ্লানি ছাড়া আর কিছু নয়। অপরদিকে যে মানুষ জীবনকে কর্মমুখর করে রাখে এবং যার কাজের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের উপকার হয় তাকে বিশ্বের মানুষ হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আসন দান করে। সেই সার্থক মানুষের কাজের অবদান বিশ্বের বুকে কীর্তি প্রচার করে এবং সেই কীর্তির মাধ্যমে কৃতী লোকের গৌরব প্রচারিত হতে থাকে। এই গৌরব গান মানুষের জীবনের সীমা অতিক্রম করে। মানুষের চিরবিদায়ের পরও মহৎ কর্মের নিদর্শন বিদ্যমান থেকে মানুষের অমরতা ঘোষণা করে। এভাবে কর্মের মাধ্যমে মানব জীবন সফল হয়ে ওঠে বলে সৎকাজের মধ্যে জীবনের সাধনা নিয়োজিত করা আবশ্যক।

৭০

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

ভাবসম্প্রসারণ ঃ সবকিছুই তার নিজ নিজ পরিবেশে সুন্দর ও মানানসই বলে বিবেচিত হয়। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বিকাশের একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল থাকে। সে পরিবেশ থেকে তাকে সরিয়ে নিলে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই কোন কিছুকে স্বরূপে উপলব্ধি করতে হলে তার নিজের পরিবেশেই তাকে দেখতে হবে।

বিশ্বের বিচিত্র পরিবেশে মানব জীবনের বৈচিত্র্যময় বিকাশ ঘটছে। পরিবেশের সাথে মিলিয়ে নিজেকে বিকশিত করা মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য। নিজের পরিবেশ বিকাশে যে প্রাণচাঞ্চল্য অনুভূত হয় তা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বন্য মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতির বিরূপ পরিবেশের সাথে নিজেদের মিলিয়ে নিয়ে তাদের

জীবনপ্রবাহ চলছে। সেই বনজঙ্গলের মধ্যেই তারা স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাদের উন্নত জীবনের আস্বাদন দানের জন্য যদি বনজঙ্গল থেকে বের করে এনে আধুনিক সভ্যতার আলোক উদ্ভাসিত জগতে স্থান দেওয়া যায় তাহলে তারা বেমানান বলে বিবেচিত হবে। বন্য প্রকৃতির সামঞ্জস্যময় সৌন্দর্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পরিবেশ বিপর্যস্ত করে ফেলবে। তাই তাদের বন্য জীবনের সৌন্দর্যের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। মায়ের কোলের শিশুর সৌন্দর্যের বিষয়টিও বিবেচনার যোগ্য। শিশু মায়ের কোলে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে বিরাজ করে। ভিন্ন অবস্থানে শিশুর সে সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন থাকে না। তার অনাবিল সৌন্দর্যের উৎস তার মায়ের মায়াময় কোল। এভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে সবার সৌন্দর্যের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭১

জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন; কেননা এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জীবনের বৈশিষ্ট্য সংগ্রামশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সংগ্রামই জীবন। প্রতিকূলতার মধ্য থেকে মানুষ নিজেকে ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। তাই সংগ্রামহীনতা জীবনের অবসান ঘোষণা করে।

পৃথিবীতে বেঁচে থেকে জীবনের বিকাশ সাধনের জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত বাধা অতিক্রম করতে হয়। এ ব্যাপারে যে যত বেশি যোগ্যতার পরিচয় দেয় সে তত বেশি সফলতা অর্জন করে। মানুষ সামান্য সঙ্গতি নিয়ে পৃথিবীতে পা রাখে। চারদিকের প্রতিকূলতার মধ্যে অনবরত সংগ্রাম করে তাকে জয়ী হতে হয়। সাফল্যের দিকে মানুষের যাত্রাপথে তার পাথেয় আত্মশক্তি। সংগ্রামী দক্ষতাই তার প্রতিষ্ঠার মূলে কাজ করে। সারা জীবন এই সংগ্রামে উদ্যোগী মানুষকে নিয়োজিত থাকতে হয়। কিন্তু জীবনে বাধা আসে নানাদিক থেকে। নীতি-আদর্শ, সংস্কার প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সামাজিক উত্তরাধিকার জীবনকে জড়িয়ে আছে। এগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করা সহজ। যাদের সংগ্রামের শক্তি নেই তারা এদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। জীবনের বিকাশের পথ থেকে এসব দুষ্টচক্র মানুষকে পলায়নে সাহায্য করে। মানুষ তখন নির্জন নিঃসঙ্গ। পরিণতিতে লাভ করে পৌরুষহীন অকেজো জীবন। এ ধরনের পলায়নী মনোভাবসম্পন্ন মানুষ জড় জীবনের মধ্যে সুখ খোঁজে। কিন্তু সফল জীবনের স্বাদ তারা ভোগ করতে পারে না। সেজন্য মানুষকে দেশাচার, লোকাচার ও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিরন্তর সংগ্রামশীল হতে হবে। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে সংগ্রামের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের জন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। গতিতেই জীবন, বিরতিতে নয়।

৭২

নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের কীর্তিকলাপের মাধ্যমেই তার জীবনের গৌরব ঘোষিত হয়। তার সুনামের জন্য তার নিজের জীবনের অবদানই বিচার্য। পৃথিবীতে ভাল কাজের গুণগান প্রচারিত হয়ে সবার কাছে কৃতী মানুষের পরিচয় স্পষ্ট করে রাখে। তাই জীবনে সুকর্মের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

পৃথিবীতে নিজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক এবং জীবনের অবসানের পরও খ্যাতি অম্লান হয়ে থাকুক এমন কামনা সব মানুষের মনে জাগ্রত থাকে। এই ইচ্ছাটুকু মানব শিশুর সুন্দর নামকরণের পেছনে কাজ করে। একটি সুন্দর শ্রুতিমধুর অর্থবহ নাম গ্রহণ করে মানুষ একদিন বড় হয়ে মহৎ কর্মে উদ্দীপ্ত হবে— এমন সদিচ্ছা নিয়ে জীবনের শুরু হয়। কিন্তু সুন্দর নাম থাকলেই মানুষ সে গুণের অধিকারী হয় না। মানুষকে জীবনের সাধনার মাধ্যমে সার্থকতর কর্মফল সৃষ্টি করতে হয়। সে সুকাজের খ্যাতি মানুষের নামের স্মৃতি বয়ে বেড়ায়— মানুষকে সুনামের মর্যাদায় বিভূষিত করে। জীবন কর্মচঞ্চল হয়ে এমন সুন্দর কর্মফল রাখবে যা সকল মানুষের কাছে কল্যাণকর বিবেচিত হয়। মানুষ নামের জোরে বড় বলে খ্যাতি পায় না। বরং ভাল কাজের মাধ্যমে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আর কীর্তিমানের নাম লোকের কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

৭৩

পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ কৃতী মানুষ তার জীবনের গতিময় পথ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। অপরের সৃষ্ট পথ তার জন্য অনুসরণযোগ্য নয়। নিজের সাধনা ও কর্মকুশলতার সহায়তায় মানুষকে এগিয়ে যেতে হয় নিজের পথের সন্ধান করে। উদ্যোগী পথিক তার গন্তব্যে পৌঁছার জন্য নিজের পথের সৃষ্টি করে থাকে। বাঁধা পথে সফলতার সম্ভাবনা নেই। সাধনার পথই পথিকের চলার উপযোগী হয়ে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়।

পথ তৈরি হয়েছে পথিকের অগ্রগমনের জন্য। যাত্রা যাতে সহজতর হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পথের সৃষ্টি। কিন্তু এই পথই সে জীবনের গন্তব্যে পৌঁছে দেবে এমন নিশ্চয়তা থাকে না। জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ব প্রতিষ্ঠিত পথ সহায়ক নয়। জীবন সন্ধানী পথিককে নিজের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সাধনা করতে হয়। তাই তার পথ হয় স্বতন্ত্র। নিজের সাধনায় তা তৈরি। গতানুগতিক পথে চললে জীবনের প্রাপ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই সে পথ পরিহার করে নতুন পথের খোঁজ করতে হয়। যে মানুষ নতুন পথের খোঁজ পায় তার পক্ষে জীবনকে অর্থপূর্ণ ও সফল করে তোলা সম্ভব হয়। তাই বাঁধা পথে চলে জীবনকে সফল করা যায় না। নতুন পথের সন্ধান করে পথ তৈরি করা আবশ্যক। পথিকের স্বার্থেই পথ সৃষ্টি হয়ে জীবনে আনবে সাফল্য।

৭৪

তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষকে যথার্থ মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠার জন্য সাধনার প্রয়োজন। মনুষ্যত্বের সাধনা দিয়ে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। প্রকৃতির অপরাপর সৃষ্টির মত স্বাভাবিকভাবে মানুষের গুণাবলীর পরিচয় ফুটে ওঠে না। এখানেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সাথে প্রাণিজগতের অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য বিদ্যমান।

মানুষের জীবনে একটা নিরন্তর সাধনা রয়েছে। মানুষ জন্মের পর থেকে সাধনার পথ ধরে অগ্রসর হয়। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। মানুষের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একটি হল পশুত্ব এবং অপরটি মনুষ্যত্ব। মানুষ জন্মগ্রহণের মাধ্যমে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। কিন্তু মনুষ্যত্ব তাকে অর্জন করতে হয়। এর জন্য তার সাধনার দরকার। সাধনার মাধ্যমে মহৎ গুণের চর্চা করে মানুষের সন্তান যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। এখানেই তরুলতা ও পশুপাখির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য। তরুলতা বা পশুপাখি জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পায়। তাদের নিজস্ব রূপ প্রকাশের জন্য কোন প্রকার সাধনার প্রয়োজন নেই। তাদের বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি বিকশিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে মানবিক গুণাবলী তথা মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। মানবিক গুণেই মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। এটাই তার বৈশিষ্ট্য।

৭৫

দুধকলায় সমৃদ্ধ সোনার খাঁচা অপেক্ষা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অজানা আকাশ পাখির অনেক প্রিয়।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জন্মগতভাবে মানুষ স্বাধীনতাপ্রিয়। আরামদায়ক পরাধীন জীবনের চেয়ে কষ্টকর স্বাধীন জীবন বেশি আকর্ষণীয় বলে বিবেচনার যোগ্য। পরের অধীনে থেকে জীবনে যথার্থ সুখ অনুভব করা যায় না বলে মানুষ স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে থাকে।

পাখির জীবন থেকে এই বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুধাবন করা চলে। মুক্ত আকাশে পাখি উড়ে বেড়ায়। সেখানে তার খাবারের ধরাবাঁধা কোন নিয়মরীতি নেই। পাখির বাসস্থান সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা বিরাজমান। বাইরের জগতে উড়ে বেড়ানোর চেয়ে যদি গৃহকোণে কোন খাঁচার ভিতর পরিপাটি আয়োজনের মধ্যে পাখির বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে পাখিটি কি তা খুশি হয়ে বরণ করে নেবে, না ভিন্ন জগতে মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে ভালবাসবে ? পাখি শত সুখকর

খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে দুধকলার উপাদেয় খাবার খেয়ে দিন কাটাবে এমন ভাবা যায় না। পাখি বরং মুক্ত আকাশকেই ভালবাসবে। কারণ সেখানে আছে তার স্বাধীনতা, তার মুক্ত পক্ষ বিস্তারের সীমাহীন আকাশ। মুক্তিতেই আনন্দ, বন্দীত্বে নয়। পাখি মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে সোনার খাঁচায় আবদ্ধ থাকতে চায় না। মানব জীবনেও এই একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মানুষ পরের পদানত হয়ে পরাধীনতা ভোগ করতে চায় না। সেজন্য স্বাধীনতাই মানুষের কাম্য। পরাধীনভাবে পরম সুখে থাকলেও তা আনন্দদায়ক বলে বিবেচিত হয় না। স্বাধীনতার এই আনন্দময় অনুভূতির জন্য মানুষ জীবন উৎসর্গ করে।

৭৬

প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে মানুষ ভীত হয় না, তার জীবনই যথার্থ সার্থকতার দাবিদার। বেঁচে থাকার অধিকারী হতে হলে মরণকে তুচ্ছ বলে বিবেচনা করতে হবে। জীবনের প্রতি মায়া দেখালে মৃত্যুভয় এসে জীবনকে মর্যাদাহীন করে তোলে।

মানুষ পৃথিবীতে বাঁচতে চায়। বাঁচার জন্য মানুষের আছে চিরন্তন আগ্রহ। মৃত্যুর লীলাখেলা প্রতিনিয়ত দেখেও মানুষ জীবনের মায়া ছাড়তে পারে না। মৃত্যু ভয় তার সামনে বিরাজ করে। মানুষ সে মৃত্যুভয়ে সদা শঙ্কিত। এভাবে আতঙ্কিত জীবন যাপনের মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। ভয়ের মধ্যে থাকলে জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করা যায় না। সেজন্য ভয়ার্ত জীবন সফল জীবন বলে বিবেচিত হতে পারে না। জীবনকে সত্যিকারভাবে সফল ও উপভোগ্য বিবেচনা করা যাবে যখন মৃত্যু ভয় না থাকবে। মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। একদিন মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করতেই হবে। সেই নিশ্চিত পরিণতিকে সহজভাবে মেনে নিতে হবে। মৃত্যু যখন আসবে তখন তাকে সহজভাবে বরণ করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই কথা যে মানুষ ভাবে তার মনে মৃত্যুভয় থাকে না। সে মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করবে বলে তার মধ্যে মৃত্যুর কোন ভয় নেই। আর মৃত্যু ভয় না থাকার জন্য সে জীবনকে করে তোলে উপভোগ্য। তখন জীবন হারাতে হবে এমন ধারণা তার কাছে ভীতিপ্রদ বিবেচিত হয় না। যতদিন না মৃত্যু আসে ততদিন জীবন তার কাছে আনন্দময় মনে হয়। সুখে আনন্দে বেঁচে থাকতে তখন আর তার কোন সমস্যা থাকে না। তাই মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত থেকে জীবনকে উপভোগ্য করতে হবে।

৭৭

আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি অবস্থান করে। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি মূল্যহীন।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ আলো আর আঁধার তথা ভাল আর মন্দ জীবনে পাশাপাশি বিরাজ করে। একটিকে ছেড়ে অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তাই জীবনে উভয়কেই সমানভাবে মেনে নেওয়া একান্ত আবশ্যক।

আলো ও আঁধার অস্তিত্বের দিক থেকে পরস্পর সাপেক্ষ বলে বিবেচনা করতে হবে। একটির অস্তিত্বের জন্য অপরটির উপস্থিতি অপরিহার্য। বরং একটি অপরটিকে স্বরূপ প্রকাশে সহায়তা করে। আলোর পরিচয় পাওয়া যায় আঁধার আছে বলেই। আঁধার না থাকলে আলো কি জিনিস তা জানা মোটেই সম্ভব নয়। তেমনি আলোর পরে আসে আঁধার। আলো নিজে চলে গিয়ে আঁধারের উপস্থিতি ঘোষণার সুযোগ দেয়। সেজন্য একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব রক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়। আলো আঁধারের সহঅবস্থানের মত মানব জীবনে ভাল-মন্দ বা সুখ-দুঃখ পাশাপাশি বিরাজ করে। ভালকে চিনতে হলে মন্দের দরকার। তেমনি ভাল থাকলেই মন্দকে জানা যায়। মানুষের জীবনে সুখ বা দুঃখও একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করে। শুধু সুখ দিয়ে জীবন চলে না। দুঃখ থাকলে সুখ ভালভাবে উপভোগ্য হয়। তেমনি দুঃখ কোথাও চিরস্থায়ী নয়। তারও পরিবর্তন ঘটবে সুখের সাহায্যে। একটানা সুখ বা একটানা দুঃখ থাকলে জীবন হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যহীন। তখন জীবনের কোন আকর্ষণ থাকে না। তাই জীবনে সুখদুঃখ, ভালমন্দ বা আলো-আঁধার পাশাপাশি থাকবে এবং তাতেই জীবন হয়ে উঠে আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

৭৮

তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন ?

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের উচিত নিজেকে যথার্থ ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। অপরের অন্যায় আচরণকে নিজের আদর্শ হিসেবে বিবেচনা না করে, নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের গুণের বিকাশ ঘটানোই মানব জীবনে কর্তব্য হওয়া দরকার। নিজেকে বড় করে মহৎ করে সে আদর্শ প্রদর্শন করাই উত্তম মানুষের কাজ।

সংসারে ভাল-মন্দ মানুষের অভাব নেই। জীবনে প্রতিনিয়ত ভাল আর মন্দ দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে মানুষ। কিন্তু মহৎ গুণাবলী সহযোগে যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারলেই জীবনের সার্থকতা ফুটে ওঠে। তাই চারদিকের অন্যায় অনাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করতে হবে জীবনকে। এর জন্য দরকার মহৎ আদর্শ অনুসরণ এবং মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন। অপরের মন্দ কর্ম কখনও আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। অপরের খারাপ কাজ দিয়ে প্রভাবিত হওয়াও যথার্থ নয়। চারদিকের পরিবেশ যদি বিরূপ থাকে তাহলে তা থেকে নিজেকে সাবধানে সরিয়ে নিতে হবে এবং শ্রেষ্ঠ মানবিক আদর্শে জীবন গঠন করতে হবে। অধম ব্যক্তি কখনও কারও আদর্শ হতে পারে না। একজন অধম হলে সাথে সাথে তার অনুকরণে নিজেও অধম হতে হবে এমন নয়। বরং নিজের জীবনে মহৎ গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে এবং মানবিক গুণসম্পন্ন চরিত্রের আলোকে অপরের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। অধমকে প্রভাবিত করে উত্তমের পর্যায়ে আনতে হবে। সংসারে নিজের জীবনকে আদর্শ করার মত সুন্দর গুণের চর্চা করতে হবে এবং মহৎ চরিত্র গড়ে তুলে তা সকলের আদর্শ করতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।

৭৯

প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে হলে মহৎ গুণাবলী সমৃদ্ধ মনের অধিকারী হতে হয়। মনের বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক বলে বিবেচিত। প্রাণের দিক থেকে অপরাপর প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য তার মনের জন্য। মানুষের মন আছে, কিন্তু প্রাণীর মন নেই।

বিশ্ব জগতে যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রাণী নামে বিবেচিত। সেদিক থেকে মানুষের প্রাণ আছে বলে মানুষও সৃষ্টির অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু অন্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য আছে। মানুষ তার মহৎ গুণাবলীর জন্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মানুষের মনের যে বিশেষ সত্তাটি তা এই পার্থক্যের কারণ। মানুষ মনসম্পন্ন প্রাণী। অন্য প্রাণীর মধ্যে এই মনের পরিচয় স্পষ্ট নয়। মানুষ তার মন দিয়ে সাধনা করে জীবনের বিচিত্র বিকাশ ঘটায়। মানুষের মন থেকে তার চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধি, জ্ঞান, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করে এবং জীবনে সেসবের সুন্দর প্রতিফলন ঘটে। মন কাজ করে মানুষের সকল কিছুর পিছনে। মনের কার্যকলাপ থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘটেছে বিকাশ। মানুষের যা কিছু গুণাবলী তার ভিত্তি তার মন। এই মন থেকেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটি প্রাণী জগতের আর কারও নেই। তাই সকল প্রাণীর ওপরে মানুষের স্থান ও মর্যাদা। এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষকে মনের চিন্তা-ভাবনার উন্নত সাধনা করতে হবে। সেখানেই সে মানুষ হিসেবে অনন্য।

৮০

অর্থই অনর্থের মূল।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ অর্থ মানব জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একথা যেমন সত্য, তেমনি অর্থের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করা না হলে তা বহু অনর্থের কারণ হয়ে থাকে। মানব জীবনের জন্য উপকারী অর্থ অপচয়ের মাধ্যমে ক্ষতির সৃষ্টি করে। অর্থের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তাই বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে।

জীবনের নানা কাজে অর্থের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আজীবন মানুষের প্রয়োজন মিটায় অর্থ। অর্থ না থাকলে জীবনে দুঃখ-কষ্টের শেষ থাকে না। জীবন তখন অর্থহীন বা মূল্যহীন বিবেচিত হয়। তাই সারা জীবন

মানুষ অর্থের পেছনে ছোটে। কি করে অর্থ উপার্জন করা যাবে তার জন্য মানুষের চেষ্টার শেষ নেই, শুধু অর্থ উপার্জন নয়, বেশি করে অর্থ উপার্জনের দিকে মানুষের খেয়াল। আর অর্থ সম্পদ বেশি হলেই যত সমস্যার উদ্ভব। বেশি অর্থ অর্জিত হলে তা ব্যয়ের ব্যাপারে মানুষ সংযম প্রদর্শন করে না। তখন নানারকম অন্যায় কাজেও অর্থ ব্যয়িত হয়। এভাবে অর্থ যদি খারাপ কাজে ব্যয়িত হয় তাহলে সমাজ ও জীবনে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। সমাজে তখন পাপ ঢোকে। মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। টাকার জোরে কখনও অন্যায় অপরাধ চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলে। প্রতিপক্ষ অর্থশক্তিতে প্রাধান্য পেলে বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে। অর্থের প্রলোভনে অনেক অন্যায় করা যায়। তাই দেখা যায় সামাজিক অন্যায়-অনাচার-বিরোধের পেছনে অর্থ কাজ করে। এভাবে অর্থ অনর্থ ঘটায়। সকল অনর্থের মূল হিসেবে বিবেচিত এই অর্থ-সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারই এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

৮১

যে স্বভাব গঠনে চেষ্টা করে, চিন্তা করে, সে এবাদত করে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ যথার্থ সাধনার মাধ্যমেই মানুষের জীবন সফল হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তার বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে যদি মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হয়ে উঠতে পারে তবেই মানব জন্মের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। মানুষের জীবন নিরন্তর এই সাধনায় নিমগ্ন। আর এই সাধনার মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টার অভিপ্রেত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করে বলে তা এবাদত বা স্রষ্টার জন্য কাজ বলে বিবেচনার দাবি রাখে।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার জন্য মানুষ সাধনায় নিয়োজিত। মানুষ নিজের স্বভাবের মধ্যে সুন্দর গুণাবলী বিকাশের জন্য কাজ করছে। তার জীবনকে বিকশিত করতে হবে। তার জন্য স্বভাব গঠনে কাজ করতে হয়, তাকে চিন্তা করতে হয়। জীবন গঠনের জন্য এই সাধনা স্রষ্টার অভিপ্রেত। বিধাতার ইচ্ছা মানুষ যেন সাধনা করে তার জীবনে সুন্দর গুণের বিকাশের চেষ্টা করে। শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মানুষই স্রষ্টার অভিপ্রেত। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য যাবতীয় কাজ তাই এবাদতের পর্যায়ে পড়ে। ভাল কাজ যেমন পুণ্যের, তেমনি স্বভাব গড়ে তোলাও পুণ্যের। সুন্দর স্বভাব গঠনের জন্য যত চিন্তা-ভাবনা তা বিধাতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বিধাতার প্রতি মানুষের কর্তব্য হিসেবে সেসব বিবেচিত হয়। মানুষকে জীবন সাধনার কাজে এবাদতের তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে।

৮২

কর্তব্যের কাছে ভাই-বন্ধু কেউ নেই।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব জীবনে কর্তব্য পালনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে কর্তব্যকে সবার ওপরে স্থান দিতে হয়। কর্তব্য পালনের মধ্যেই জীবনের সফলতা নির্ভর করে বলে সংসারের কোন বন্ধন সেখানে বাধা হয়ে থাকতে পারে না। সকল মানবিক সম্পর্ক ও স্বার্থের ওপরে কর্তব্যের স্থান।

বিশ্ব জগতে মানুষকে কিছু দায়-দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। জীবনের সীমানায় নির্ধারিত কর্তব্য পালনের পর মানুষ বিদায় গ্রহণ করে। সারা জীবন ধরেই কর্তব্যের ধারা চলতে থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের বিশেষ পেশা থাকে। সেখানেও তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হয়। মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য আছে। আছে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য। এভাবে কর্তব্যের বেড়াজালে মানুষের জীবন আকীর্ণ। এসব কর্তব্য তাকে পালন করতে হয়। আর তা পালনের মাধ্যমেই জীবনের সার্থকতা।

কিভাবে এই কর্তব্য পালন করতে হবে সে সম্পর্কে ভেবে দেখা দরকার। কর্তব্যের পথ সহজ নয়। কর্তব্যের পথে নানারকম বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান থাকে। এতে আছে ব্যক্তিস্বার্থ, অনেক সময় অপরের স্বার্থের বিরুদ্ধে কর্তব্য করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে কর্তব্য পালনে অনেক বাধা আসে। মানবিক সম্পর্কের স্বার্থ কর্তব্যের পথে বড় বাধা। বন্ধু-বান্ধবের স্বার্থ দেখাও কর্তব্য। ভাইয়ের স্বার্থও ভাইকে দেখতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বন্ধু বা ভাইয়ের স্বার্থ বড় করে দেখলে যদি কর্তব্য পালনের পথে বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে সে সংকটে কর্তব্যপরায়ণ মানুষের কাজ হবে ভাই-বন্ধুর স্বার্থের চেয়ে কর্তব্য পালনকেই বড় মনে করা। এই সংকটে মানুষের চরিত্র ধরা পড়ে। সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান মানুষ কখনই কর্তব্যকে বিসর্জন দেয় না। সে কর্তব্যের সামনে সকল সম্পর্ককে উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালন করে যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়।

৮৩

স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা ভাল।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন ও গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সে বন্ধু যদি প্রয়োজনের সময় পরামর্শ না দিয়ে নীরবতা পালন করে তাহলে তা কোন উপকারে আসে না। অপরদিকে কোন শত্রুও যদি প্রয়োজনবোধে সত্যনিষ্ঠ মনোভাব ব্যক্ত করে তাহলে তা থেকে উপকার লাভ করা যায়। এ ধরনের শত্রু তখন বন্ধুর চেয়ে বেশি উপকার করে থাকে।

জীবনে নির্বাক মিত্রের কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেই। অন্যদিকে স্পষ্টভাষী শত্রুর স্পষ্ট ভাষণ উপকারে লাগতে পারে। বন্ধুত্ব অর্জন জীবনের সুখের অনুভূতির জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বন্ধু সুখে-দুঃখে পাশে থেকে সহমর্মিতা প্রকাশ করে। তার কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই পরম উপকার প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে বন্ধু যদি প্রয়োজনের সময় নীরব ভূমিকা পালন করে তবে তার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়া যায় না। বন্ধুর এই নির্বিকার ভূমিকার জন্য সে তখন বন্ধুর মর্যাদা হারায়। অপরদিকে শত্রু যদি স্পষ্টভাষী হয় তবে তার কথায় মানুষের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায়। যেখানে বন্ধু বন্ধুর দোষের কথা উচ্চারণ করে না, বন্ধু বলে গোপন করে, সেখানে স্পষ্টভাষী শত্রু দোষ তুলে ধরে। তখন সে দোষ সংশোধনের বা সাবধানতা অবলম্বনের সুযোগ পাওয়া যায়। শত্রুর এই আচরণ প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের উপকারই করে। স্পষ্টভাষী শত্রুর সমালোচনা থেকে মানুষ উপকৃত হয় বলে শত্রুকে অমর্যাদা করা যথার্থ নয়। সে শত্রু হলেও ভিন্নভাবে উপকার করে বন্ধুর মত দায়িত্ব পালন করে। নির্বাক মিত্র কথা না বলে যে ক্ষতি করে, স্পষ্টভাষী শত্রু সেখানে সমালোচনা করে মানুষের উপকার করে। তাই নির্বাক মিত্র নির্বাকই থাক, স্পষ্টভাষী শত্রু আরও স্পষ্ট ভাষণ দান করুক।

৮৪

মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ ধন-সম্পদের কল্যাণকর দিকটিই তার প্রকৃত পরিচয় বহন করে। ঐশ্বর্যের সমারোহের মধ্যে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলে ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী হয় সত্য, কিন্তু তাতে ধন-সম্পদের মর্যাদা প্রমাণিত হয় না। ধন-সম্পদকে বিলাসিতায় অপব্যয় না করে, পরোপকারে নিয়োজিত করলে তার অর্জন ও ব্যয়ের সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

মানুষ কষ্ট করে ধন-সম্পদ উপার্জন করে। সাধনালব্ধ এই সম্পদ কোন কাজে লাগালে তা অর্থবহ হবে তা ভেবে দেখা দরকার। ধন যেহেতু ব্যক্তিবিশেষের শ্রমের ফল সেজন্য তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়োজন প্রাধান্য পেতে পারে। এখানে বিলাসিতার প্রশ্নটি জড়িত। ধন-সম্পদের অধিকারী নিজের খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিতে পারে। বিলাসিতা তার একটি উৎসমুখ। বিলাসিতার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়। ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির বিলাসিতার পরিমাণ দেখে তার সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু উপার্জিত ধনের আরেকটি কল্যাণকর দিক আছে। সেটি পরের উপকারে ব্যয় করা। মানুষের মঙ্গলের জন্য ধন কাজে লাগে। অগণিত দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার উপকরণ হল ধন। পৃথিবীকে অধিকতর বাসযোগ্য করে তোলে ধন-সম্পদের ব্যবহার। একজন বিত্তশালী বিলাসী মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে অনেক দুঃখী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে। কোন পথটি উত্তম তা বিত্তবানদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আত্মসুখ আর পরোপকারের মধ্যে তুলনা করলে নিজের সুখকে প্রাধান্য না দিয়ে পরের সুখ সাধনের কথা বিবেকসম্পন্ন লোকেরা বলবে। তাই ধন-সম্পদ নিজস্ব মর্যাদা তখনই পাবে যখন তা মহৎ কাজে ব্যয়িত হবে। আর বিলাসিতায় ধনের অপচয়ই ঘটবে। ধন হিসেবে তার মর্যাদা তখন অবনমিত।

৮৫

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

ভাব সম্প্রসারণ ঃ পরিশ্রম ছাড়া মানুষ উন্নতি করতে পারে না। যথোপযুক্ত শ্রম দানের পরই মানব জীবনে সৌভাগ্যের সূচনা হয়। আরাম আয়েশে থেকে কোন প্রকার পরিশ্রম না করে ভাগ্যের উন্নতি করেছে এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং যে যত বেশি পরিশ্রম করেছে ভাগ্য তার তত অনুকূল হয়েছে। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে সর্বত্রই তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বিধাতা মানুষকে শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রদান করেছেন জীবনে পরিশ্রম করার জন্য। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই পরিশ্রমের ইঙ্গিত বিদ্যমান। মানুষের জীবনের চারদিকে সুপ্রচুর সম্পদ ছড়ানো। সে সব সম্পদ আহরণের জন্য মানুষের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। বিনা শ্রমে কোন কিছু আপনা আপনি মুখে উঠে আসে না। দুটি হাতের যথার্থ প্রয়োগেই ভোগের সামগ্রী আয়ত্তে আসে। যে যত বেশি পরিশ্রম করে সে তত বেশি সুফল লাভ করে। যে কৃষক আলসেমি করে বীজ বপন করল না, সে পাকা ফসল কোথায় পাবে ? যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হয়ে দুটি হাত গুটিয়ে কেবল বসে রইল সে তার ভাগ্যকেও নিষ্ক্রিয় করে রাখল। অলস ব্যক্তির জীবনে উন্নতি নেই। সকল চেষ্টা বিসর্জন দিয়ে বসে থাকলে ভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। জাতীয় জীবনে অনগ্রসরতার কারণও এই আলস্য বা শ্রমবিমুখতা। অপরদিকে পরিশ্রমের ফলে জীবনে সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বরং খুব সামান্য অবস্থা থেকে নিরলস পরিশ্রমের ফলে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত চারদিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েই ভাগ্যের পরিবর্তন করা চলে। বসে থাকার জন্য জীবন নয়। ভোগ বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটালে তাতে নিজের বা জাতির কোন উন্নতি হয় না। সেজন্য বিলাসী জীবনের পরিণতি হয়েছে দুঃখজনক। তাই মানুষ যদি জীবনের উৎকর্ষ ঘটাতে চায় তবে তাকে পরিশ্রম করতে হবে। আজকের উন্নত সভ্যতার পেছনে কাজ করছে অতীতের মানুষের পরিশ্রমেরই ফল। সৌভাগ্যের সূচনার জন্য তাই মানুষের নিরন্তর পরিশ্রম করা আবশ্যক।

৮৬

প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ প্রয়োজন থেকেই সবকিছুর উদ্ভাবন ঘটে। প্রয়োজন মিটানোর জন্য মানুষের যে চেষ্টা তার ফল থেকেই অনেক কিছুর উদ্ভব ঘটেছে। প্রয়োজন না থাকলে মানুষের ভাবনাও থাকে না; তখন বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু করার আগ্রহও থাকে না। তাই কোন কিছু তৈরির পেছনে প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচ্য।

জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অনেক কিছুর প্রয়োজন পড়ে। এই প্রয়োজনের পরিধি অনেক বড় এবং জীবনের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে সে পরিসীমা ক্রমেই বেড়ে যায়। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য মানুষ কাজ করে। প্রয়োজন না থাকলে সে ব্যাপারে মনোযোগ প্রদানের আগ্রহ কারও থাকে না। নিরর্থক কোন কিছু করার প্রবণতাও মানুষের নেই। তাই দেখা যায় কোন কিছু উদ্ভাবনের পেছনে মানুষের প্রয়োজনই কাজ করে। পৃথিবীতে যা কিছু আবিষ্কার করা হয়েছে সবই প্রয়োজনের ভিত্তিতে সম্ভব হয়েছে। মানুষ জীবন যাপনের জন্য যা কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে তার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে তার উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র যে বিশাল কর্মকাণ্ডে মানুষ নিয়োজিত রয়েছে তা কেবল প্রয়োজন সাধনেই নিবেদিত। জীবন থেকে কি করে অভাব দূর করা যাবে সে ভাবনা মানুষের চিরন্তন। প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনকে কিভাবে সুখকর করা যাবে সেদিকেই মানুষের উদ্যোগ নিয়োজিত। পরিণামে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে সুখকর। পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টি—যা কিছু মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে তা মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজন থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রয়োজনের শেষ নেই, মানুষের উদ্ভাবনেরও শেষ নেই। এই প্রয়োজনের পথ ধরেই মানুষের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার বিকাশ সাধিত হচ্ছে।

৮৭

পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ পরের উপকারের জন্য নিজকে বিলিয়ে দেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা। নিজের স্বার্থকে বড় বলে বিবেচনা না করে অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। সেখানেই জীবনের প্রকৃত সুখ।

ফুলের মতই মানুষের জীবন। ফুল ফোটে। সুবাস ছড়ায়। তার সৌরভে চারদিক আমোদিত হয়। প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুরভি বিতরণের মধ্যেই তার সার্থকতা নিহিত। ফুল নিজের কাজে লাগে না। তার মধুর গন্ধ অপরের মন মুগ্ধ করে। ফুলের গন্ধে মন আমোদিত হয়। দীর্ঘ সাধনায় ফুল ফোটে। গন্ধ বিতরণের মধ্যে সে ফোটার সার্থকতা। মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যও এই ফুলের মত। মানুষ তার জীবনকে কর্মে মুখরিত করে তোলে—কাজের মাঝে তার পরিচয়। জীবনে কাজের

ফল পরের উপকারে লাগাতে হয়। নিজের ভোগ বিলাস বা স্বার্থের জন্য নিজের কাজ সীমাবদ্ধ হলে তাতে মানুষের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়। নিজের সুখের চেয়ে পরের সুখ সাধনের জন্য জীবনকে কাজে লাগাতে পারলে তাতে মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। নিজের সুখই সুখ নয়, পরের সুখেই যথার্থ সুখ। জীবনের চারদিকে দুঃখী মানুষের অভাব নেই। তাদের দুঃখ দূর করে তাদের মলিন মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই জীবন সফল হয়, সংসারে শান্তি নেমে আসে। মানুষের কাজ পরোপকারী হওয়া, পরের কল্যাণ সাধন করা। নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের ওপরে ওঠে বৃহত্তর সমাজের কাজে লাগতে হবে। ফুলের উদাহরণ থেকে মানুষ সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ফুল যেমন সুগন্ধ ছড়িয়ে মানুষের মনকে আমোদিত করে মানুষও তেমনি পরের দুঃখ দূর করার জন্য, পরের মন জয় করার জন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে। তাতেই জীবনের সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

৮৮

দুঃখের মত এত বড় পরশপাথর আর নেই।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব চরিত্রের মর্যাদাপূর্ণ বিকাশের জন্য দুঃখকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দুঃখ হল পরশপাথরের মত। তার সংস্পর্শে জীবন থেকে অসত্য দূর হয়ে গিয়ে খাঁটি সোনার রূপ লাভ করে। সেজন্য জীবনে দুঃখ উপভোগ করার সুযোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। দুঃখের মাধ্যমে নিজের যথার্থ পরিচয় অনুধাবন করতে হবে।

মানুষের জীবনে সুখদুঃখ পাশাপাশি বিরাজ করে। সুখে ভোগ বিলাসে জীবন ভাসিয়ে দিলে তাতে আনন্দ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাতে জীবনের স্বরূপ জানা যায় না। সুখের মাঝে জীবনকে চেনা যায় না। কিন্তু জীবনে দুঃখের আবির্ভাব ঘটে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে। দুঃখে পড়ে মানুষ অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন জীবনে আসে অনেক সংকট। মানুষকে তা মোকাবেলা করতে হয়। দুঃখ মোকাবেলা করার মধ্যে মানুষের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে দুঃখে ভেঙে পড়ে। দুঃখের যন্ত্রণায় কারও জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। সাহসী মানুষ দুঃখকে মোকাবেলা করে। তখন নিজে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে দুঃখ জয় করে সুখের মুখ দেখে। দুঃখ জয় করার মাঝে তার চরিত্রের গুণাবলীর পরিচয় প্রকাশ পায়। অনেকে দুঃখকে জীবনে দুঃখই মনে করে না। বরং দুঃখ দেখে সুখের সাধনায় নিয়োজিত হয়। মানব চরিত্রের এই বিচিত্র স্বরূপ প্রকাশ দুঃখ মানুষকে মহত্ত্বর করে তোলে। দুঃখ পরশ পাথরের মত মানুষকে নতুন জীবন দান করে। পরশ পাথর লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করে। দুঃখও তেমনি জীবনকে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করে, জীবনকে নতুন রূপ দেয়। দুঃখ জীবনকে খাঁটি করে তোলে। দুঃখে পড়ে মানুষ নিজেকে চিনে। তার শক্তিসামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দুঃখের ভিতর দিয়েই উপলব্ধি করা যায়। তাই দুঃখ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা মানুষের কর্তব্য।

৮৯

ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ যথার্থ মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষের পরিচয় তার ভোগ-লালসার মাধ্যমে প্রকাশ পায় না, পরের জন্য ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষের মহত্ত্ব ফুটে ওঠে। মানুষের পরিচয় প্রকাশ পায় তার গুণাবলীর মাধ্যমে। মানুষের কাজের মধ্যে যেসব কাজ মানবিক গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত সেগুলোর ভিতর দিয়েই মানুষকে চেনা যায়। পরের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করার মধ্যে সে গুণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে।

সংসারে যারা ভোগ-লালসায় নিমগ্ন থাকে তারা স্বার্থপর। তারা পরের কথা ভাবে না। পরের দুঃখে তাদের হৃদয় সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে না। তাদের অর্জিত সম্পদ যখন নিজের কাজে ব্যয়িত হয় তখন তাকে স্বার্থপর ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এ মানুষ সমাজে প্রশংসা পায় না। তারা স্বার্থান্ধ। তারা সংকীর্ণচিত্ত। তাদের দিয়ে সমাজের কোন উপকার হয় না বলে তারা মর্যাদাহীন। তাদের চরিত্রে আছে মনুষ্যত্বের অভাব। অপরদিকে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার ত্যাগের মধ্যে। নিজের স্বার্থ বড় বলে বিবেচনা না করে পরের উপকারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে মানুষ যথার্থ

মহানুভবতার পরিচয় দেয়। পরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলেই মানুষের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব গুণ বিরাজ করে সে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয় না। কিভাবে পরের জন্য, দীনদুঃখীর জন্য ত্যাগ করা যায় সেদিকে সে মনোযোগী হয়। ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ দেশ ও জাতির কল্যাণ করে। এ ধরনের মহত্ত্বের তুলনা নেই। তাই মানুষের স্বার্থ ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত।

৯০

চরিত্রই বল।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণেই মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, জীবনে মর্যাদা পায়। চরিত্রের দৃঢ়তা সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করার ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ দেয়। মানুষের যা কিছু গৌরব করার মত তা চরিত্রগুণেই সম্পাদিত হয়। এসব কারণে চরিত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বল বা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা চলে।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর মানুষকে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার অনবরত সাধনা করতে হয়। জীবনে যোগ্যতা অর্জন করে এবং সে যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব। জীবন পথে আছে অনেক বাধা-বিপত্তি। সে সব ডিঙিয়ে যেতে পারলেই জীবনের লক্ষ্য অর্জন করা যায়। তখন জীবন সফলতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনে এ সাধনার পথে শক্তি যোগায় চরিত্র। চরিত্র বলতে মানুষের মহৎ গুণাবলী বোঝায়। যে সব গুণ মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়ক সেসবই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জীবনে যাদের চরিত্র নেই তারা মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। চরিত্রহীন মানুষ পশুর সমান। মানুষের নিরন্তর সাধনা তার চরিত্র গঠনের জন্য নিয়োজিত। চরিত্রের গুণাবলী অর্জন করার মাধ্যমে মানুষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন জীবন পথের কোন বাধাই তাকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে, জীবনের প্রতিষ্ঠা থেকে বিমুখ করতে পারে না। চরিত্র সুদৃঢ় হলে কোন প্রলোভন মানুষকে বশীভূত করতে পারে না, কোন ভয়ে সে ভীত হয় না, কারও কাছে সে মাথা নত করে না। এসব গুণ থাকলে চরিত্রবান মানুষ একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চরিত্র বলে বলীয়ান মানুষের জীবনই যথার্থ গৌরবের।

৯১

জাতীয় জীবনে সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ ঘটে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে সাধনায় নিয়োজিত হতে হয়। সাধনার পথে যদি সহজেই সন্তুষ্টি আসে তাহলে তার অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষিত হয়ে যায়। আবার যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রেও লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। তাই জাতীয় জীবনে সাধনার পথে সহজেই সন্তোষ লাভ অথবা দুরূহ আকাঙ্ক্ষা রক্ষা— উভয়েই ক্ষতিকর।

ব্যক্তি জীবনে যেমন জাতীয় জীবনেও তেমনি বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সাধনার মাত্রা সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক। লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার আগেই যদি অগ্রগতির সম্পর্কে সন্তোষ দেখা দেয় তাহলে লক্ষ্যের শীর্ষে পৌঁছা আর সম্ভবপর হবে না। সন্তোষ নয়, আগ্রহই মানুষকে সামনে নিয়ে যায়। যেখানে সন্তুষ্টি সেখানেই স্থবিরতা। আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আশা না থাকলে জীবনের কোন অর্থ থাকে না। সেজন্য সহজে সন্তুষ্টি লাভ করা উন্নতির অন্তরায় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। অপরদিকে আকাঙ্ক্ষার অপরিমিতিবোধ থাকা দরকার। আকাঙ্ক্ষার সাথে সামর্থ্যের সংযোগ রয়েছে। আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সামনে টেনে নেয়। আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেলে জীবনের গতি থেমে যায়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার মাত্রা যদি খুব বেশি থাকে তাহলে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। দুরারোহ আকাঙ্ক্ষা থাকলে তার সফল বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। সেজন্য আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেলে তা সফল করে তোলা যায় না। ফলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। জাতীয় জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে সন্তোষ ও আকাঙ্ক্ষা পরিমিত হওয়া দরকার।

৯২

দশের লাঠি একের বোঝা।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানুষের একার তেমন কোন শক্তি নেই, সকলের সম্মিলিত শক্তির কোন তুলনা নেই। একা যেখানে কোন কাজের উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয় না, সেখানে অনেকে একত্রিত হয়ে একটা বৃহৎ শক্তিতে রূপ লাভ করে। সমবায়ের মধ্যেই যথার্থ শক্তি নিহিত। অপরদিকে একার পক্ষে যে কাজ করা কঠিন তা বহু জনে ভাগ করে করলে খুব সহজে সমাধা হয়ে যায়।

জীবনে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিশেষ তাৎপর্য আছে। সকলে মিলে যে কোন কাজই সহজে সমাধা করা যায়। মানুষের সামাজিক জীবন সে উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন হয়ে ওঠে সুখময়। যৌথ জীবনের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই মানুষ একতাবদ্ধ জীবন যাপনে নিয়োজিত হয়েছে। মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই আজ বিশ্ব এত বেশি উন্নত এবং সভ্যতার অগ্রগতিও এত বেশি সাধিত হয়েছে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের উৎকর্ষের পেছনে বহু মানুষের অবদান কাজ করছে। তাই একাকিত্বের মধ্যে মানুষ কোন কল্যাণ খুঁজে পায় না। বরং একা যে কাজটি পারে না, দশজনের হাতে পড়ে তা খুব সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়। আবার দশ জনের কাজ যদি এক জনের ওপর পড়ে তবে তা সম্পাদন করা মোটেই সম্ভব হয় না। লাঠি যখন একজনের হাতে ব্যবহৃত হয় তা হালকা ও তুচ্ছ বলে মনে হয়। কিন্তু দশ জনের লাঠি একজনের হাতে দিলে তা তখন বোঝা হয়ে ওঠে। তেমনি দশজনের কাজ এক জনের জন্য বোঝা। আবার একজনের বোঝা দশ জনের জন্য সাধারণ ব্যাপার। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সমবায়ের পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। এর ফলে জীবনের যৌথ উদ্যোগের নানা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। সম্মিলিত উদ্যোগই জীবনকে সুখের আকর করতে পারে—এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৯৩

মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা লাভ করিতে দেওয়া হয় না।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ ভুল করার মধ্যেই মানুষের শিক্ষার তাৎপর্য নিহিত। কাজের মধ্যে ভুল থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। ভুল করেই মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং সে অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পায়। এভাবে মানুষের শেখার কৌশল বাস্তবায়িত হয়।

শিক্ষা গ্রহণ মানব জীবনের সর্বকালের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ জীবনের পথে এগিয়ে চলে। সেজন্য মানু নানা কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সব কাজই যে নির্ভুল হবে এমন কোন কথা নেই। কারণ অনেক কাজে উদ্যোগী মানুষকে প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। সেখানে ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। ভুল থেকেই মানুষ শিক্ষা করে। শুধু নির্ভুল কাজ করতে হবে এমন শর্ত কাজের বেলায় আরোপ করে দেওয়া যায় না। কারণ কাজের নি অঙ্গীকার কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য কাজে কোন ভুল হলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। শিক্ষা লাভের জন্য ভুল করার অপরাধকে তুচ্ছ বিবেচনা করতে হবে। ভুল করে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হতে পারে। ভুলকে স্বাভাবিক বিবেচনায় এনে কাজ করে শিক্ষা লাভ করতে হবে। তাহলে শিক্ষা অর্থবহ হয়ে উঠবে।

৯৪

অনেক কিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করাই শ্রেয়।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ পরিকল্পনার বাহুল্য নয়, কাজের অবদানের ওপরই মানব জীবনের প্রচেষ্টার স্বরূপ নির্ণীত হয়। মনের মধ্যে ধ্যান-ধারণার প্রাচুর্য থাকলেও তার পরিণতি কাজের ফলাফলের ওপরই নির্ভর করে। তাই কাজের ফলাফল যাই হোক না কেন তার মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় কাজের মাধ্যমে। কাজ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। প্রথমে পরিকল্পনা নিয়ে তারপর তার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়নের মধ্যে সমন্বয় থাকা আবশ্যক। অনেক কিছুই পরিকল্পনা করা হল, কিন্তু কাজ কিছুই করা হল না এতে কোন লাভ নেই। এমন বাস্তবায়নহীন

পরিকল্পনার কোন সার্থকতা নেই। অল্প কাজও উপকারে আসে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা যত বেশিই করা হোক না কেন তার বাস্তবায়ন না হলে তা অর্থহীন। যে কাঠ জ্বলেনি তাকে আগুন নাম দেওয়া যায় না। যার ফল নেই তার পরিচয়ও নেই। সেজন্য বড় বড় পরিকল্পনা করে বা বাগাড়ম্বর দেখিয়ে কোন উপকার করা যাবে না। বরং কাজের পরিমাণ যাই হোক, কাজের মধ্যেই নিয়োজিত হতে হবে। কথায় নয় কাজে পরিচয় স্পষ্ট করে তোলাই কৃতী মানুষের সাধনা হওয়া উচিত।

৯৫

যে ব্যক্তি কাজ করে তাহারই ভ্রান্তি ঘটে। যে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় তাহার ভ্রান্তির আবিষ্কার বিধাতার অসাধ্য।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ কাজের মাঝেই জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কর্মই জীবন। কর্মমুখরতার মাধ্যমে নিজেকে ব্যক্ত করতে গিয়ে মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। জীবনে ভুল স্বীকার করে নেওয়াই যথার্থ সত্য, অস্বীকারে থাকে মিথ্যার চাতুর্য। তাই জীবনে ভুলকে অপরাধ বলে বিবেচনা না করে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করতে হবে।

ভুল মানুষের হয়— একথা সর্ববাদীসম্মত হলেও ভুলকে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে ভুলকে অপরাধ বলে গ্রহণ না করে কাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করা উচিত। কাজ করলে ভুল হতে পারে। আর কাজ না করলে ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কাজে ভুল হলেও কাজ করা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়। কাজ না করলে জীবন স্থবির হয়ে যাবে। অতএব কাজ করতে হবে এবং ভুল স্বীকার করে নিয়েই কাজ করা দরকার। অন্যদিকে ভুলের ভয়ে কাজ থেকে দূরে সরে থাকলে জীবন অচল হয়ে পড়বে। বলা হয়, যে কাজ করে না তার ভুল দোষ একটা— সে কাজ করে না— এটাই দোষ। আর যে কাজ করে তার দোষ বহু। কাজের অসংখ্য পর্যায়ে ত্রুটি বের করা স্বাভাবিক। কর্মবিমুখ, কর্মহীন লোকের ভুল খোঁজা সবারই অসাধ্য। তবু মানুষের জীবনের জন্য কাজ আবশ্যক। কাজে মানুষ জড়িত থাকবেই। সেখানে ভুল বড় নয়, কাজই বড়।

৯৬

কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নয়। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যধর্মী। অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে মানুষের সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি দুইভাবে প্রকাশ পায়। একটি কার্পণ্য এবং অপরটি মিতব্যয়িতা। আপাতদৃষ্টিতে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যয়ের ব্যাপারে কুণ্ঠা প্রকাশ পেলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কার্পণ্যের মধ্যে আছে সংকীর্ণতা আর মিতব্যয়িতার মধ্যে আছে সংযম আর বিবেচনাশীলতা।

মানুষ অর্থ সম্পদ ব্যয় করার বিষয়ে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দেয়। সম্পদ অর্জন করা কঠিন বলে তা ব্যয়ের ব্যাপারেও মানুষ নানাদিক বিবেচনা করে। অনেকে অর্থ ব্যয় করতে মোটেই ইচ্ছুক থাকে না। কিভাবে অর্থ ব্যয় না করে না যায় সেদিকেই দৃষ্টি থাকে। এই প্রকৃতির লোকেরা কৃপণ বলে অভিহিত হয়। অর্থ ব্যয়ে অনিচ্ছাই কার্পণ্য। অপরদিকে এক শ্রেণীর লোক অর্থ ব্যয় করার সময় খুব বিবেচনা করে ব্যয় করে। প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে অর্থব্যয় করা হলে তা মিতব্যয়িতা বলে আখ্যা দেওয়া যায়। পরিমিত ব্যয়ের মধ্যে অর্থের সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে। কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা অর্থব্যয় সংক্রান্ত হলেও তা এক পর্যায়ভুক্ত হয় না। উভয়ের মধ্যে মিল নেই, বরং ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কৃপণতায় আছে মনের সংকীর্ণতা। প্রয়োজনে কৃপণের অর্থ উপকারে আসে না। শুধু সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে সম্পদ সংগ্রহের সার্থকতা নেই। বরং মিতব্যয়িতার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হলে সর্বোত্তমভাবে তা কাজে লাগে। তাই কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক পর্যায়ভুক্ত নয়।

৯৭

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভ মানুষকে অন্ধ করে। তার বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই লোভ মানুষের পরম শত্রু। জীবনের সর্বনাশ সাধনই তার কাজ।

মানুষ নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। হাতে যা আছে তাতে সুখী না থেকে আরও বেশি কিছু পাওয়ার ইচ্ছা মানুষের থাকে। অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার ইচ্ছাকেই লোভ বলে অভিহিত করা যায়। এই লোভ মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিবেকবান মানুষ জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র রাখার জন্য লোভ জয় করে এবং লোভের বাড়াবাড়ি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি লোভ জয় করতে না পারে সে তার লোভ চরিতার্থ করার জন্য অন্যায় ও অবৈধ পথ অবলম্বন করে। এর ফলে লোভী ব্যক্তি অন্যায়ের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। পরিণতিতে সে বিপদাপন্ন হয় এবং তার জীবনে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। লোভ মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে ঠেলে, তার বিবেক লোপ করে দেয় এবং ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য বিচারের ক্ষমতা নির্মূল করে। লোভী ব্যক্তির নিজের কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং লোভের পরিণাম সম্পর্কেও সে চিন্তা করে না। লোভে পড়ে মানুষ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যায় এবং ধ্বংস বা মৃত্যুতে গিয়ে তার জীবনের অবসান ঘটে। লোভই মানুষের সকল অপরাধের উৎস। তাই জীবনের সাফল্যের জন্য লোভের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

৯৮

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ জীবনের কার্যক্রম মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কোন কিছু করার ইচ্ছা থাকলে তা বাস্তবায়ন করার উপায় সহজে বের হয়ে আসে। আর ইচ্ছা না থাকলে শুভ উদ্যোগও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জীবনে সফলতা আসে ইচ্ছার যথার্থ কার্যকারিতার মাধ্যমে।

সংসারে মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে তার জীবনের কোন বিকাশ ঘটে না। জীবনের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য বিশেষ আদর্শ নির্ধারণ করে সেদিকে এগিয়ে চলা প্রয়োজন। জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আবশ্যক মানুষের মনের ইচ্ছার। ইচ্ছার ওপরই কোন কিছু বাস্তবায়ন নির্ভর করে। মানুষকে জীবনের পথে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষ উদ্দেশ্য তার জীবনে সফল করতে হবে। এর জন্য বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এসব কিছু করার জন্য মানুষকে ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রত করতে হবে। চুপচাপ বসে থাকলে জীবনে কোন কিছু লাভ করা যায় না। কিছু করতে হলে বা কোথায়ও যেতে হলে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাট ঘটনার পেছনে যেমন ইচ্ছা কাজ করে, তেমনি বড় বড় ঘটনার পেছনেও থাকে মানুষের ইচ্ছা শক্তি। মানুষের অদম্য ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকার ফলেই আজকের বিশ্বে এত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মানুষের ইচ্ছার বাস্তবায়নের ফলেই বর্তমান বিশ্বসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। কোন কিছু করার উপায় এনে দেয় দৃঢ় ইচ্ছা। কি করতে হবে সে সম্পর্কে মনে ইচ্ছা থাকতে হবে এবং কিভাবে বা কোন্ উপায়ে তা বাস্তবায়ন হবে তা ইচ্ছা থেকেই তখন বের হয়ে আসে। ইচ্ছা না থাকলে জীবন অকর্মণ্য ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই মানুষকে জীবন অর্থবহ করার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের উপায় বের করতে হবে।

৯৯

যে সহে সে রহে।

ভাব সম্প্রসারণ ঃ সহনশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং মানব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য এই গুণের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। ধৈর্য ধরে সমস্যার মোকাবেলা করলে তাতে সফলকাম হওয়া চলে। তাই মানুষের সহনশীল বা ধৈর্যশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মানুষের জীবন পুষ্প সজ্জিত নয়, জীবনের পথ কণ্টকাকীর্ণ। মানুষকে সে পথ মাড়িয়ে জীবনের সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। জীবনে যেমন আছে বাধাবিপত্তি, তেমনি আছে নানা রকম সংকট। সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করে মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয়। যোগ্যতার মাধ্যমেই মানুষ টিকে থাকতে পারে। যোগ্যতা অর্জনের জন্য মানুষকে সব সময় সাধনা করতে হয়। সাধনায় সফলকাম হয়ে মানুষ জীবনের বাধা অতিক্রম করে, জীবনে তখন সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে মহৎ গুণটির প্রয়োজন তা হল সহ্যগুণ বা সহনশীলতা। সব ব্যাপারেই মানুষকে সহনশীল হতে হবে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সকল সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। সহ্যগুণ না থাকলে মানুষ

ধৈর্যহারা হয় এবং জীবনে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। ধৈর্যহীন হলে কোন কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভবপর হয় না। ধৈর্য না থাকলে যে কোন সমস্যা মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের অন্তরায়। সহনশীল বা ধৈর্যশীল হলে মানুষ স্থির ধীরভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার উত্তম কৌশল অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই জীবনের সফলতার জন্য মানুষকে ধৈর্যশীল বা সহ্যগুণের অধিকারী হতে হবে।

১০০

যতনে রতন মিলে

ভাব সম্প্রসারণ ঃ যথার্থ পরিশ্রমের মাধ্যমেই সৌভাগ্যের সূচনা হয়। রত্ন আহরণের জন্য যত্ন বা শ্রম দান একান্তই অপরিহার্য। বিনা ক্লেশে কেউ সাধনায় সাফল্য অর্জন করেছে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। তাই শ্রম দিয়েই জীবনকে সফল করতে হবে। যত্ন দিয়েই জীবনের সুফল রত্ন আহরণ করতে হবে।

মানব জীবনে কোন কিছুই সহজলভ্য নয়। বিধাতা মানুষকে শক্তি দিয়েছেন সামর্থ্য দিয়েছেন কাজ করে জীবনকে সফল করে তোলার জন্য। তাই দেখা যায় যে যত বেশি পরিশ্রম করেছে, সে তত বেশি সুফল ভোগ করেছে। আর যে মোটেই শ্রম দিতে চায়নি সে জীবনে তেমন কিছু পায়ওনি। একথা ব্যক্তি জীবনে যেমন সত্য, জাতীয় জীবনেও তেমনি সত্য। যে জাতি পরিশ্রমী সে জাতিই উন্নতি করতে পারে। বিশ্বের বুকে আজকে যারা উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিত তারা তাদের সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে পরিশ্রমের বদৌলতে। অপর দিকে আলস্যে ভরা যার জীবন সে জাতি আজ পেছনে পড়ে আছে। তাদের উন্নতির সম্ভাবনাও নেই। মানব জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে মানুষকে যত্নশীল তথা শ্রমশীল হতে হবে। দরকার একান্ত আন্তরিকতার, প্রয়োজন নিষ্ঠার। যত্নেরই ফল মানুষের সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন। জীবন শ্রেষ্ঠ সাফল্যের রত্নে ভূষিত হবে যত্নের অবদানে। নিষ্ঠা, আন্তরিকতা আর গভীর মনোযোগ সহকারে যেকোন কাজেই হাত দেওয়া হোক না কেন তাতে সাফল্য অনিবার্য। এভাবেই জীবন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বলে মানুষকে উদ্যোগী হতে হবে, নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে শ্রম সাধনায়।

অনুশীলনী

ভাব সম্প্রসারণ কর ঃ

১. দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।

২. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।

৩. শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে।

৪. সবুরে মেওয়া ফলে।

৫. কহিল ভিক্ষার ঝুলি, হে টাকার তোড়া,
তোমাতে আমাতে ভাই, ভেদ অতি থোড়া।
আদান প্রদান হোক, তোড়া কহে রাগে,
সে থোড়া প্রভেদটুকু মুছে যাক আগে।

৬. আগা বলে, 'আমি বড় তুমি ছোট লোক।'
গোড়া হেসে বলে, 'তাই ভাল, তাই হোক।
তুমি উচ্চে আছ বলে গর্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব মোর।'

৭. আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

৮. প্যাঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা,
জান না আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা।

৯. রথযাত্রা, লোকারণ্য মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্যামী।

১০. হাউই কহিল, মোর কী সাহস ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।

কবি কহে, তার গায়ে লাগে নাক কিছু,
সেই ছাই ফিরে আসে তোর পিছু পিছু।

১১. কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
'ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন শিখা বলে, 'এস মোর দাদা।'

১২. প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠে বলে তারে, ভাল আছ ভাই।

১৩. যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

১৪. বোলতা কহিল, এযে ক্ষুদ্র মৌচাক,
এরই তরে মধুকর এত করে জাঁক।
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মৌচাক রচো, দেখে যাই।

১৫. জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না আর।
জেলে কহে, মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।

১৬. যতনে রতন মিলে, সারসত্য এই।

১৭. চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।

১৮. রাজা ভাবে, নব নব আইনের ছলে
ন্যায় সৃষ্টি করি আমি। ন্যায় ধর্ম বলে,
আমি পুরাতন মোরে জন্ম কেবা দেয়,
যা তব নতুন সৃষ্টি সে শুধু অন্যায়।

১৯. কে লইবে মোর কার্য ? কহে সন্ধ্যা রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

২০. জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

২১. বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

২২. ছোট ছোট বালু কণা বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ি তোলে মহাদেশ সাগর অতল।

২৩. যদি হই দীন, না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।

২৪. ফুলের বাগান সবার মনে আছে,
ফুল ফোটাতে সবাই নাহি পারে।

২৫. জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন, পরা সহজ।

২৬. জীবনের জন্য মৃত্যু, মৃত্যুর জন্য জীবন নয়।

২৭. সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নয়।

২৮. স্বার্থ চিন্তার সময়ে লোকের ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে।

২৯. অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না,
অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না।

৩০. কীর্তিমানের মৃত্যু নাই।

৩১. যে একা সেই সামান্য, যাহার ঐক্য নাই সেই তুচ্ছ।

৩২. সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি।

৩৩. যারা আপন হস্তে মৃত্তিকা কর্ষণ করে, ভূমণ্ডলে তারাই সুখী।

৩৪. রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।

৩৫. গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।

৩৬. দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ নয়।

৩৭. চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ-ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।

৩৮. শিক্ষাই জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত।

৩৯. স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কঁখনও শেখেনি বাঁচিতে।

৪০. কুসুমের সহকীট সুর শিরে যায়,
সেইরূপ সাধু-সঙ্গ অধমে তরায়।